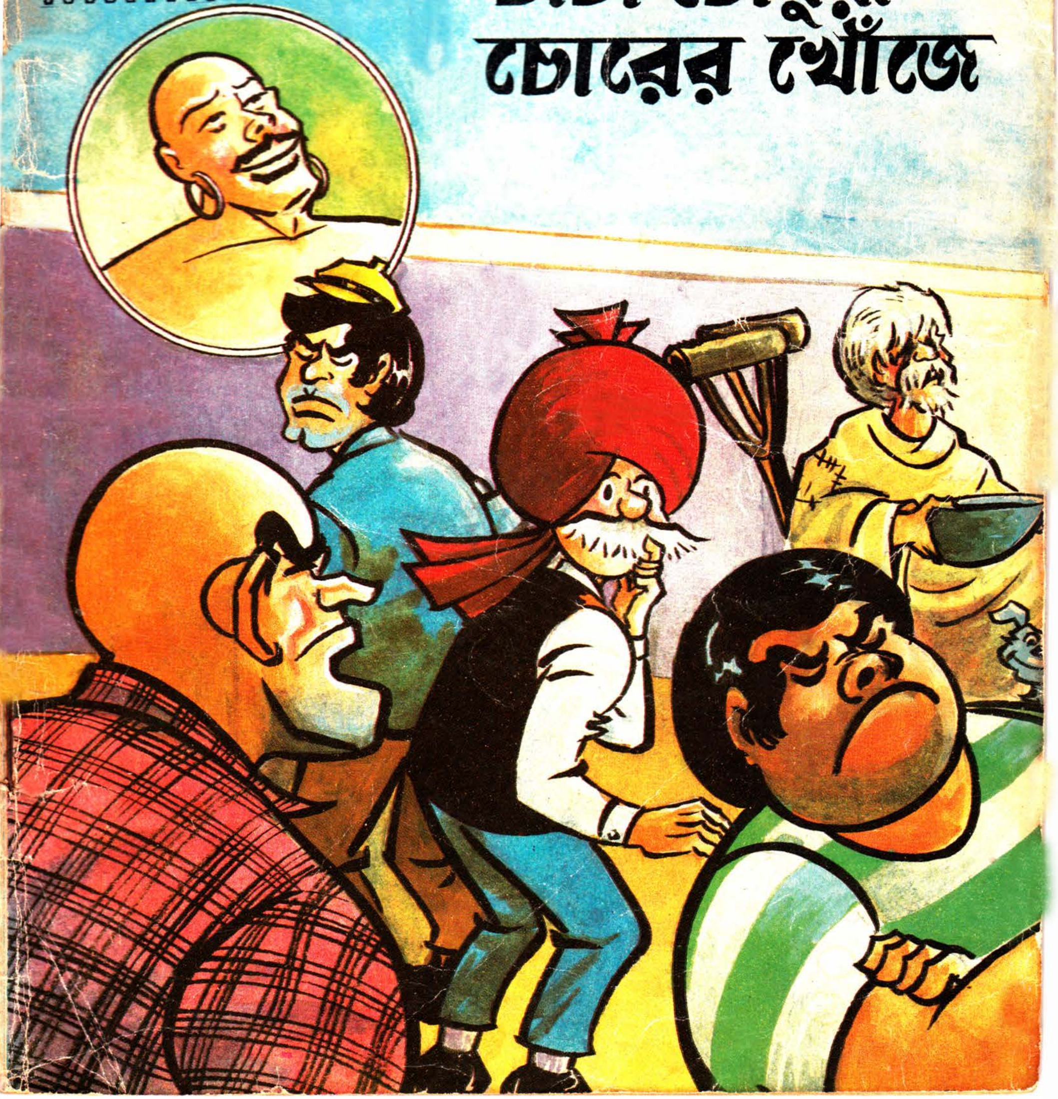
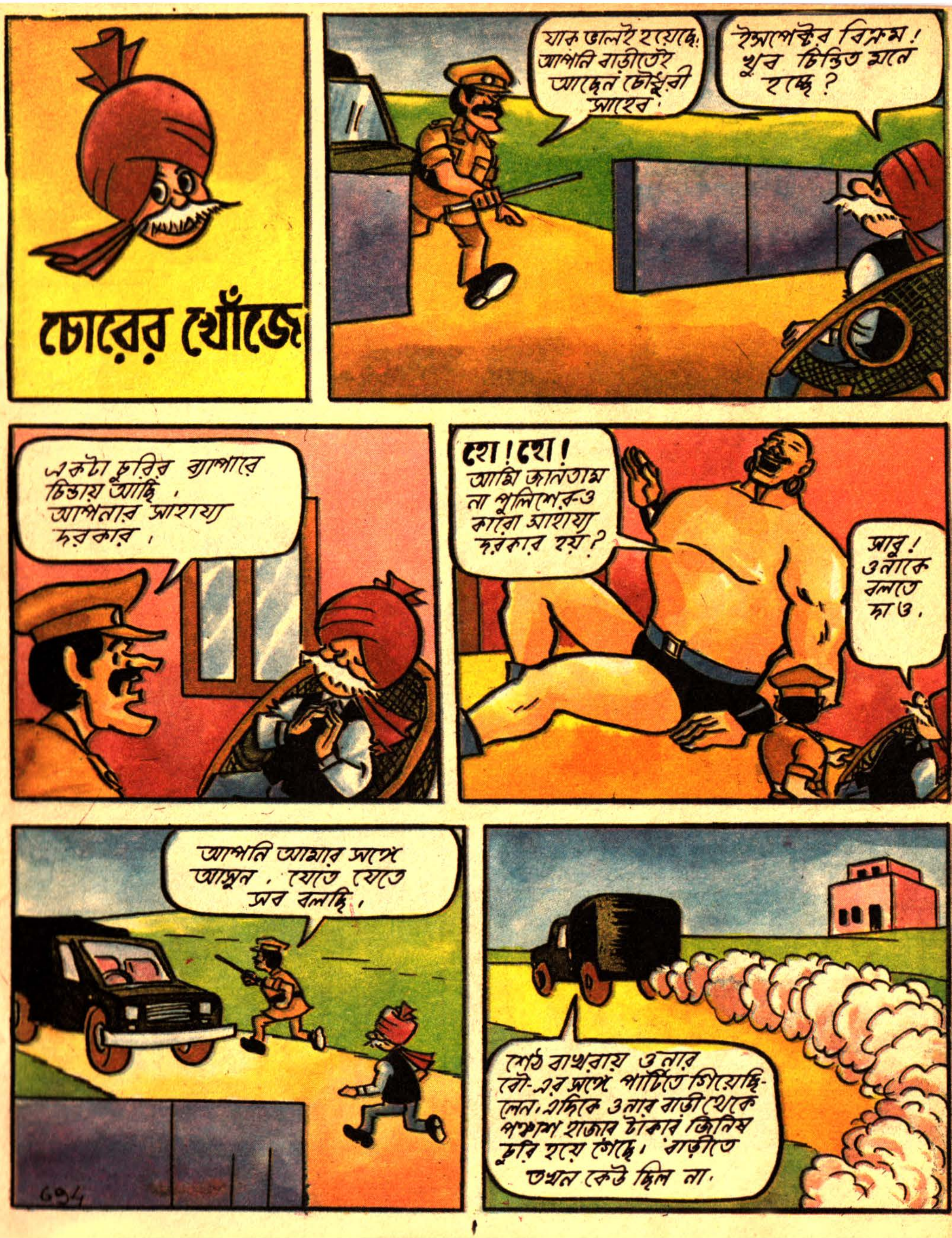
ডায়মণ্ড কমিকস্

DB-84
6.00

প্রান

# চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে




চোরের খোঁজে
যাক ভালই হয়েছে! আপনি বাড়ীতেই আছেন চৌধুরী সাহেব!
ইন্সপেক্টর বিক্রম! খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?
একটা চুরির ব্যাপারে চিন্তায় আছি, আপনার সাহায্য দরকার।
হো! হো! আমি জানতাম না পুলিশের-ও কারো সাহায্য দরকার হয়?
সাবু! ওনাকে বলতে দাও।
আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যেতে যেতে সব বলছি।
শেঠ বাখরায় ওনার বৌ-এর সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিলেন। এদিকে ওনার বাড়ী থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিষ চুরি হয়ে গেছে। বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না।


আমরা শহরের সব কটা বদমাশকে ধরেছি কিন্তু হাজার চেষ্টা করে-ও ওদের পেট থেকে কথা বার করতে পারিনি.
ঐ টুপিওলা নীভা, চারটে ব্যাংক ডাকাতির আসামী, ঐ টেকো গঞ্জু, আফিং-এর স্মাগলার, ঐ বীমা আট জন কে খুন করেছে............
ইন্সপেক্টর, এরা নির্দোষ. এই সব আসামীরা এরকম ছোট-খাটো চুরি করবে না. এদের ছেড়ে দিন.
আমাকে শেঠ বাখরায়ের কাছে নিয়ে চলুন.
চলুন.
বাখরায়ের বাড়ী.


শেঠজী, বাইরে একটা ভিখারী বসে আছে! ওকে দেখে আপনার কেমন মনে হয়?
ও চুরি করেনি. ও অন্ধ, দু'টো পা-ই ওর পঙ্গু, ও কি করে চুরি করবে?
দূর: আমাদের পরিবারের কেউ বাড়ীর বাইরে বেরোলে ওই অন্ধকে একটা করে টাকা দেওয়াটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে.
কাল একটা বিয়েতে যেতে হবে.
আপনারা প্রত্যেকে ঐ ভিখারীকে একটা করে টাকা দেবেন?
নিশ্চয়.
পরের দিন
তালা লাগিয়ে দি.
টন্‌ন্‌ন্‌

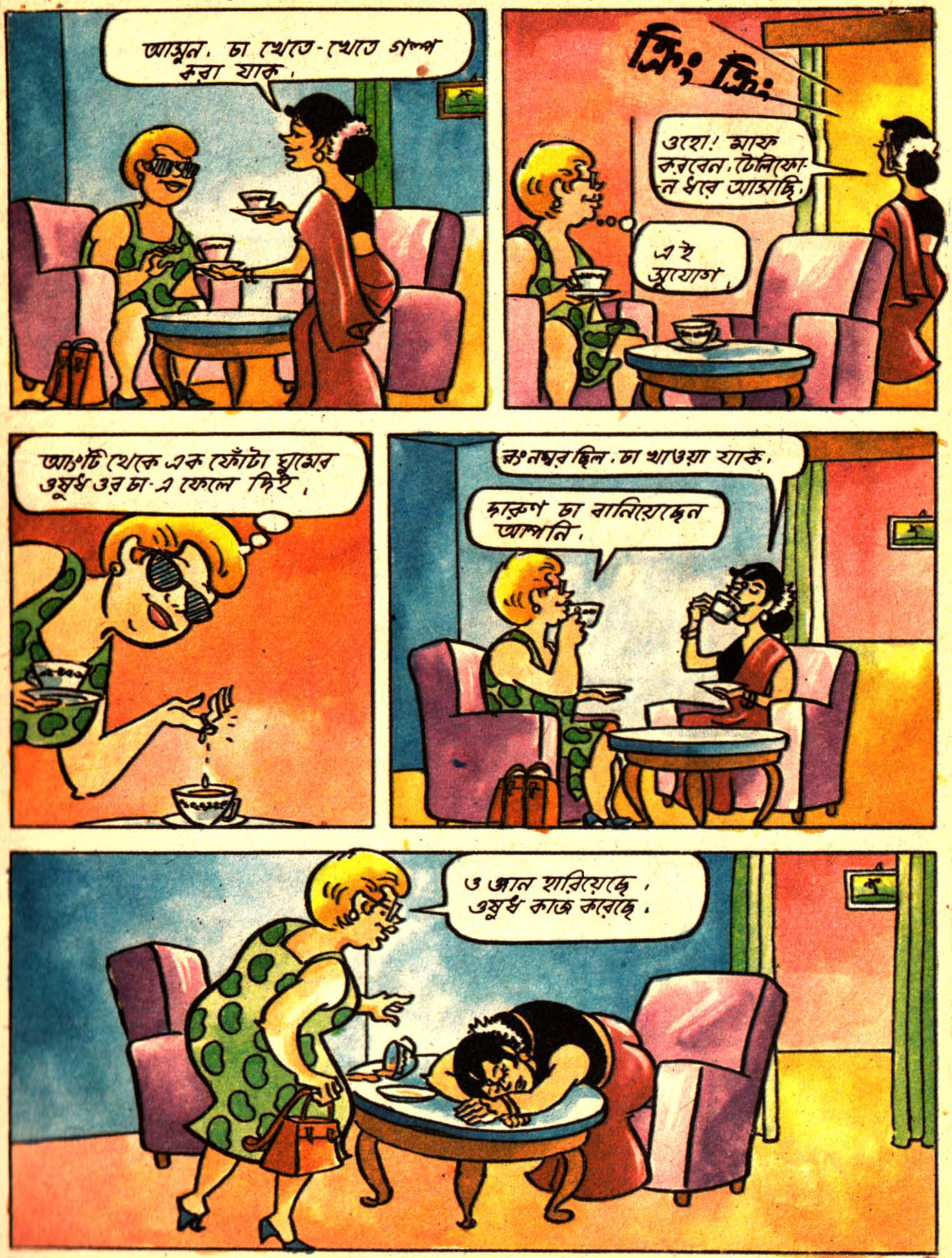


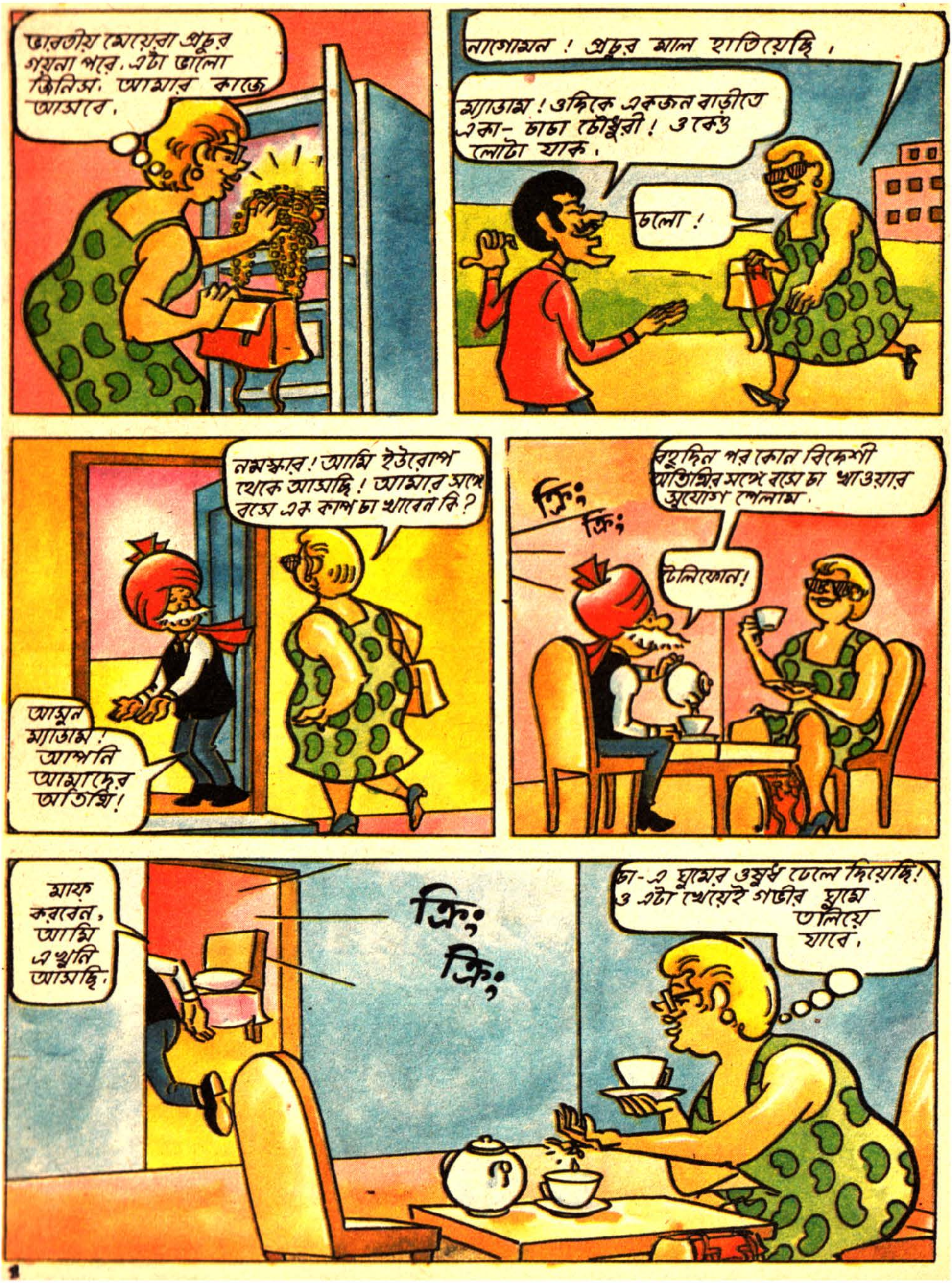
কেউ আমার কৌটোয় দুটো টাকার কয়েন ফেলেছে, তার মানে শেঠ বাখরায় আজ আবার বৌ- এর সঙ্গে বেরিয়েছে। অন্যরা তো দশ পয়সার বেশী ভিক্ষে দেয় না।
জো- জো! যাও! তাড়াতাড়ি!
ফেলুর বাড়ি
জো - জো আসছে। মনে হচ্ছে বাবা ডেকেছে।
চল ভালো মাল পেলে তোকে খুব খাবার খাওয়াব।
ফেলু! এর আগে তুই পঞ্চাশ হাজার চুরি করেছিস, এবার গয়না গাঁটি চুরি কর আর আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল! রোদ, বৃষ্টি আর সহ্য হচ্ছে না।

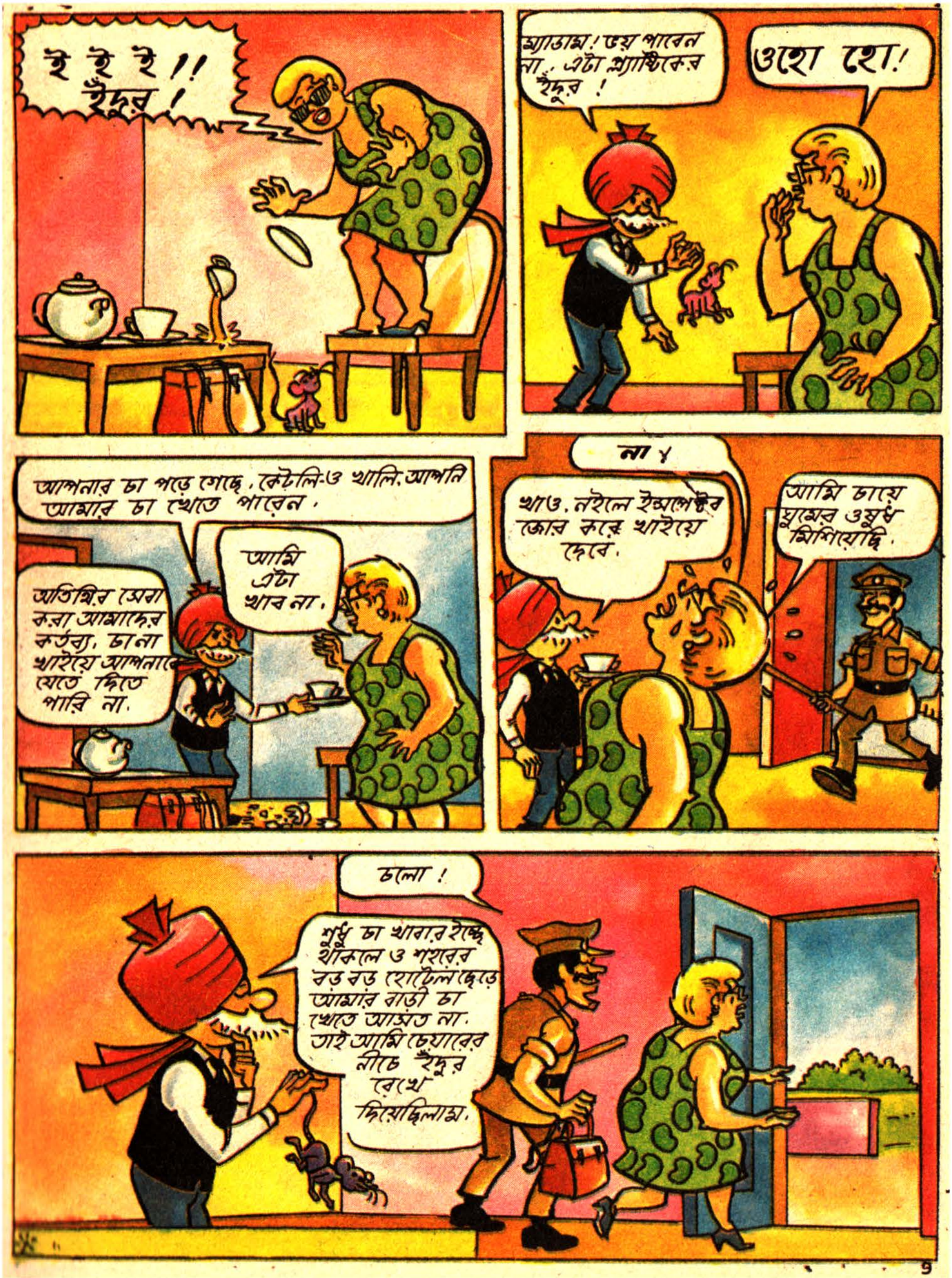

আমার মাষ্টার কী যে কোন তালা খুলতে পারে।
নিশ্চয় ঐ আলমারীতে গয়না আছে।
এ সব আমার।
?
না! দাঁড়াও!
আমার কাজে বাধা দেওয়ার ফল তুমি পাবে।
তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।
বাবা?
ওকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।



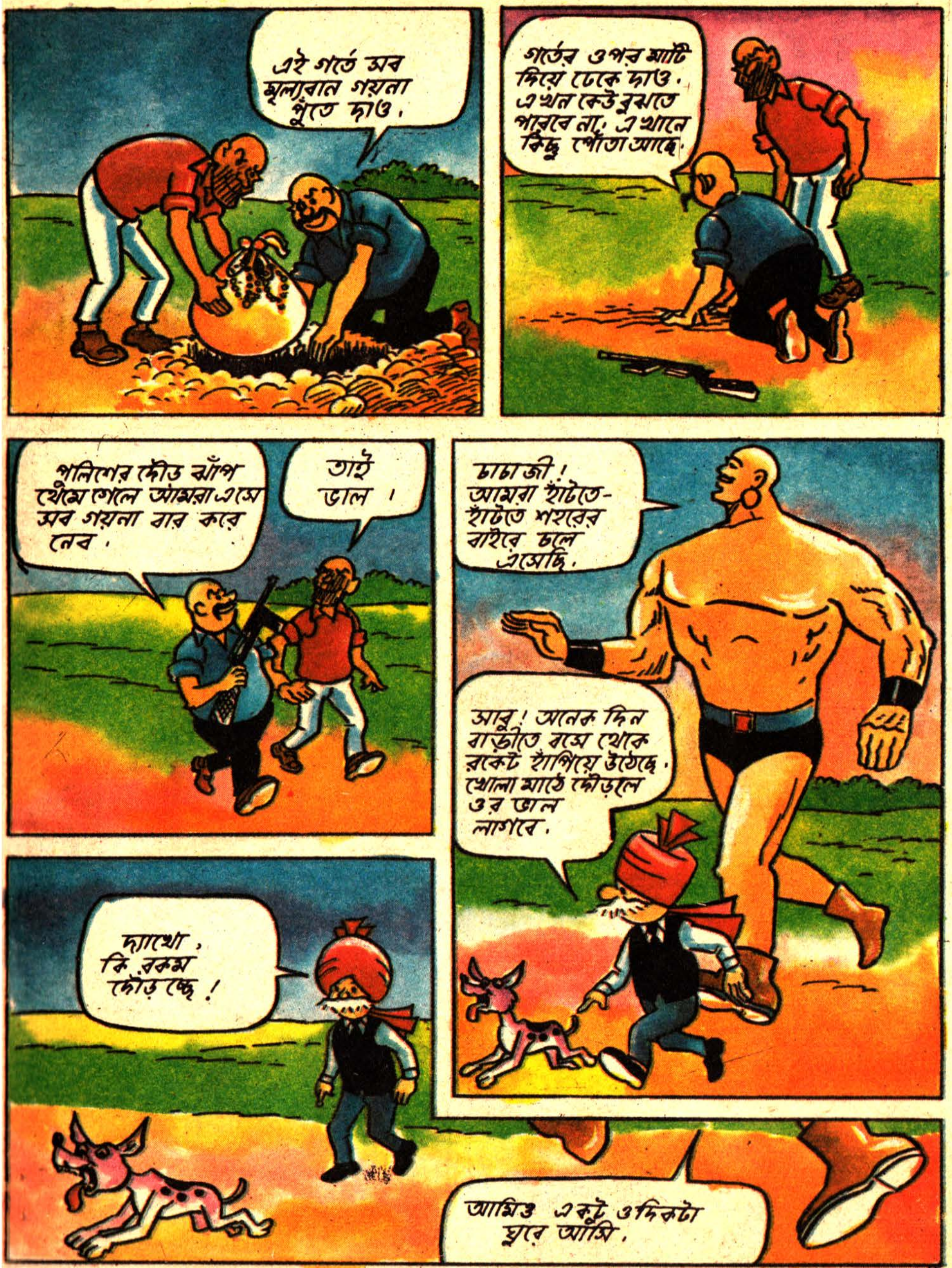
ম্যাডাম লোরিটা
নাগোমন ! কি খবর ?
ম্যাডাম লোরিটা! ১০৮ নং বাড়ীটায় মিস্টার দীক্ষিত থাকেন ! উনি এখন অফিসে .
মিসেস দীক্ষিত এখন একা বাড়ীতে! জানলায় উঁকি মেরে দেখলাম , ওনাদের ফোন বেডরুমে .
ভালো কথা! তুমি আধঘন্টা বাদে মিসেস দীক্ষিত-কে ফোন করবে. বাকী খেল আমার এই আংটি দেখাবে.
আমার অর্ধেক ভাগের কথা ভুলোনা যেন.
চিন্তা কোর না , চোরেরা বেইমানী করেনা.
বেল বাজাই .
দীক্ষিত ১০৮
নমস্কার! আমি লোরিটা . ইউরোপ থেকে আপনাদের দেশ দেখতে এসেছি. আমায় এক কাপ চা খাওয়াবেন কি ?
আসুন.


আসুন, চা খেতে-খেতে গল্প করা যাক।
ক্রিং ক্রিং
ওহো! মাফ করবেন, টেলিফোন ধরে আসছি।
এই সুযোগ।
আংটি থেকে এক ফোঁটা ঘুমের ওষুধ ওর চা-এ ফেলে দিই।
রং নম্বর ছিল। চা খাওয়া যাক।
দারুণ চা বানিয়েছেন আপনি।
ও জ্ঞান হারিয়েছে। ওষুধ কাজ করেছে।

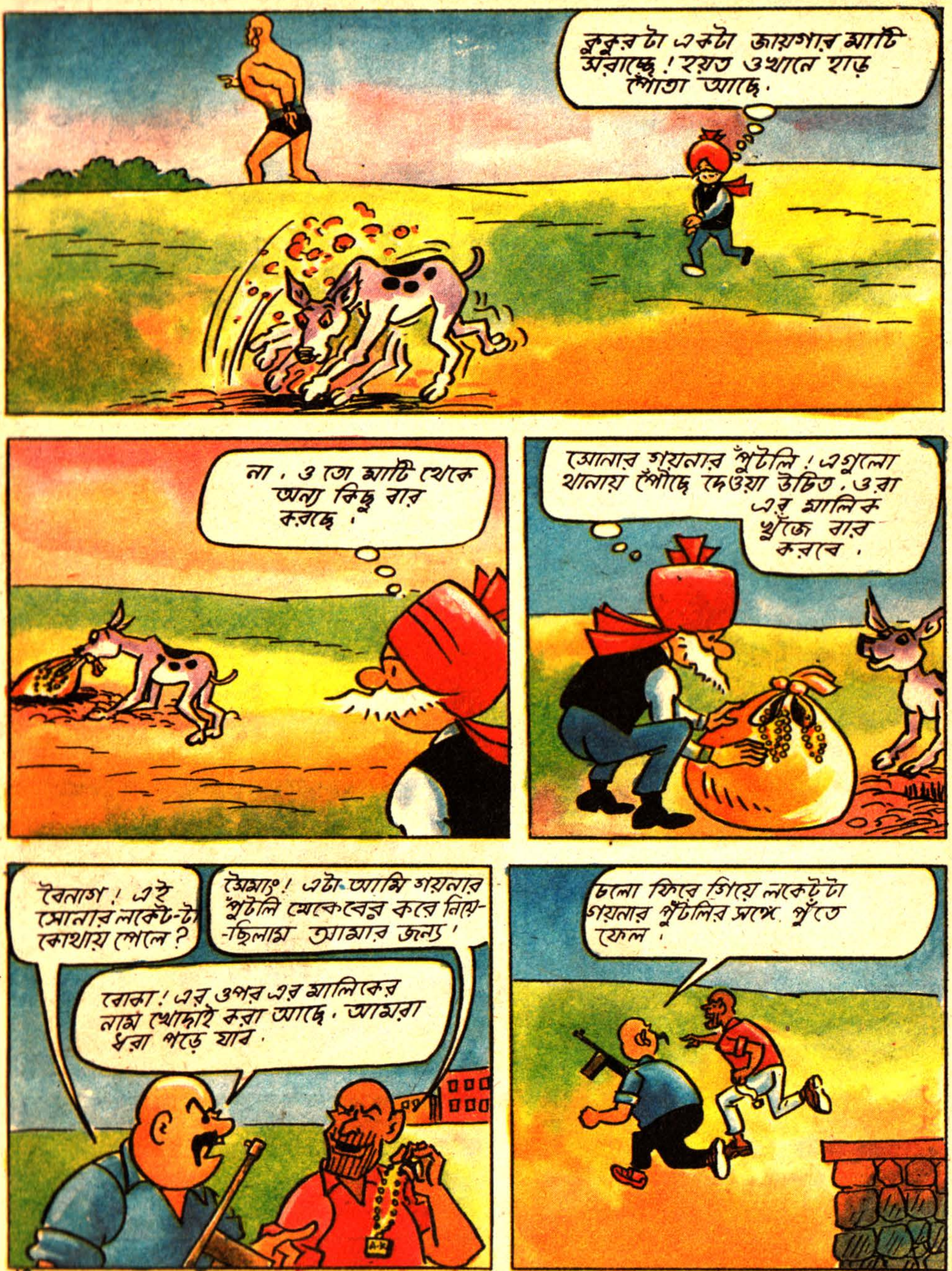

ভারতীয় মেয়েরা প্রচুর গয়না পরে. এটা ভালো জিনিস. আমার কাজে আসবে.
নাগোমন ! প্রচুর মাল হাতিয়েছি .
ম্যাডাম ! ওদিকে একজন বাড়ীতে একা- চাচা চৌধুরী ! ওকেও লোটা যাক .
চলো !
নমস্কার ! আমি ইউরোপ থেকে আসছি ! আমার সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাবেন কি ?
আসুন ম্যাডাম ! আপনি আমাদের অতিথি !
বহুদিন পর কোন বিদেশী অতিথির সঙ্গে বসে চা খাওয়ার সুযোগ পেলাম .
ক্রিং
ক্রিং
টেলিফোন !
মাফ করবেন, আমি এক্ষুনি আসছি.
ক্রিং
ক্রিং
চা-এ ঘুমের ওষুধ ঢেলে দিয়েছি ! ও এটা খেয়েই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে.


ই ই ই !! ইঁদুর !
ম্যাডাম! ভয় পাবেন না, এটা প্ল্যাস্টিকের ইঁদুর !
ওহো হো!
আপনার চা পড়ে গেছে, কেটলি-ও খালি. আপনি আমার চা খেতে পারেন.
অতিথির সেবা করা আমাদের কর্তব্য. চা না খাইয়ে আপনাকে যেতে দিতে পারি না.
আমি এটা খাব না.
না !
খাও. নইলে ইন্সপেক্টর জোর করে খাইয়ে দেবে.
আমি চায়ে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছি.
চলো !
শুধু চা খাবার ইচ্ছে থাকলে ও শহরের বড় বড় হোটেল ছেড়ে আমার বাড়ী চা খেতে আসত না. তাই আমি চেয়ারের নীচে ইঁদুর রেখে দিয়েছিলাম.


লুটের মাল
বৈনাগ! এই লুটের মাল নিয়ে আমরা কোথায় যাব?
আমাদের বাড়ী. আবার কোথায়?
পাগল হয়েছ? পুলিশ আমাদের বাড়ী হানা দিলে ধরা পড়ে যাব.
সৈমাং! তাহলে এই গয়না কোথায় নিয়ে যাব?
শহরের বাইরে কোথাও এগুলো পুঁতে ফেলা উচিত.
এগুলো পোঁতার জন্য এই নির্জন জায়গা দারুণ হবে.
আমারও তাই মনে হয়.
© PRAN'S FEATURES
691.

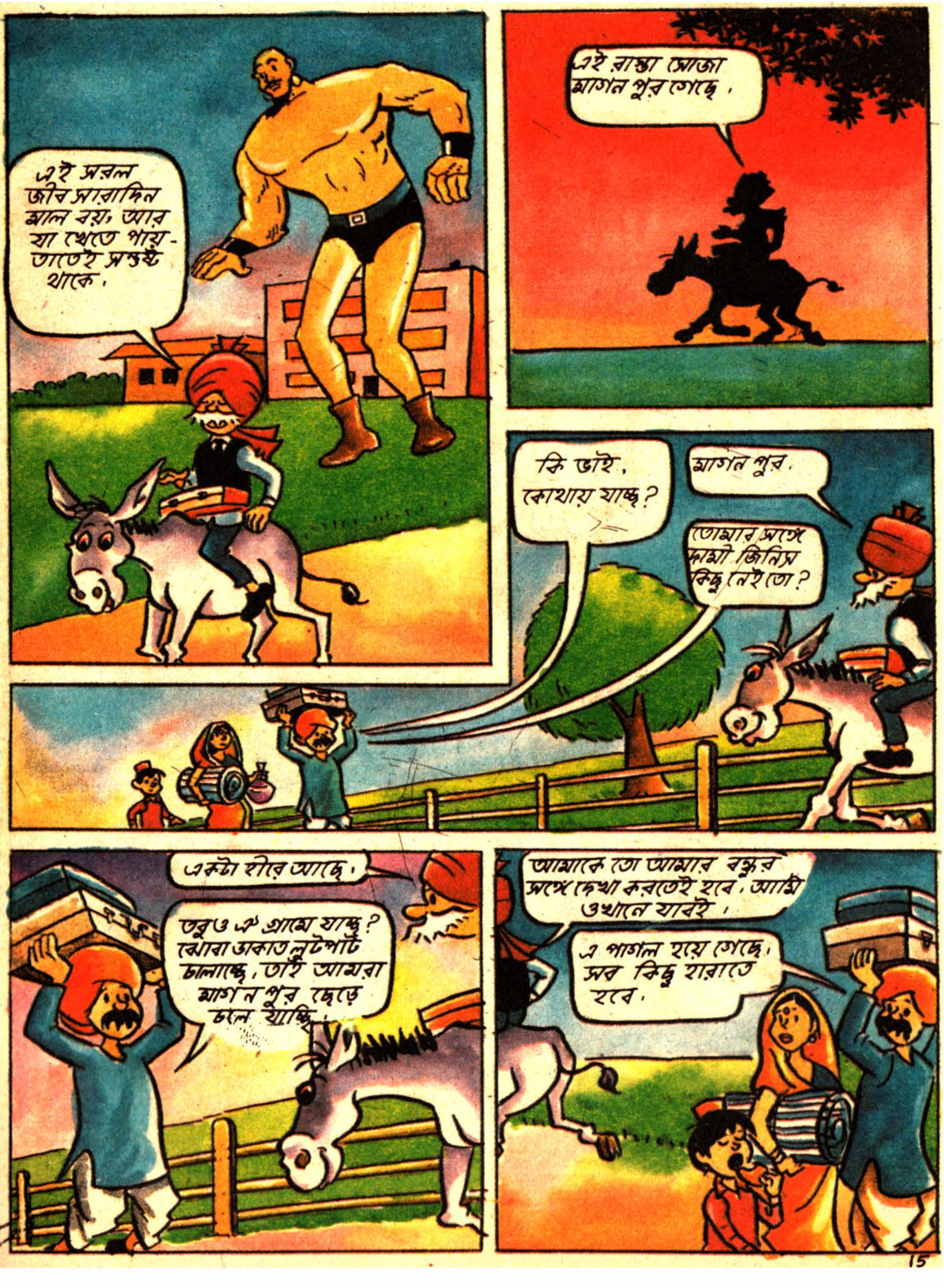


এই গর্তে সব মূল্যবান গয়না পুঁতে দাও.
গর্তের ওপর মাটি দিয়ে ঢেকে দাও. এখন কেউ বুঝতে পারবে না, এখানে কিছু পোঁতা আছে.
পলিশের দৌড় ঝাঁপ থেমে গেলে আমরা এসে সব গয়না বার করে নেব.
তাই ভাল ।
চাচাজী! আমরা হাঁটতে-হাঁটতে শহরের বাইরে চলে এসেছি.
সাবু! অনেক দিন বাড়ীতে বসে থেকে রকেট হাঁপিয়ে উঠেছে. খোলা মাঠে দৌড়লে ওর ভাল লাগবে.
দ্যাখো, কি রকম দৌড়চ্ছে!
আমিও একটু ওদিকটা ঘুরে আসি.


কুকুরটা একটা জায়গার মাটি সরাচ্ছে! হয়ত ওখানে হাড় পোঁতা আছে.
না, ও তো মাটি থেকে অন্য কিছু বার করছে।
সোনার গয়নার পুঁটলি! এগুলো থানায় পৌঁছে দেওয়া উচিত, ওরা এর মালিক খুঁজে বার করবে।
বৈনাগ! এই সোনার লকেট-টা কোথায় পেলে?
ঊম্যাং! এটা আমি গয়নার পুঁটলি থেকে বের করে নিয়ে-ছিলাম আমার জন্য।
বোকা! এর ওপর এর মালিকের নাম খোদাই করা আছে। আমরা ধরা পড়ে যাব।
চলো ফিরে গিয়ে লকেটটা গয়নার পুঁটলির সঙ্গে পুঁতে ফেল।


অ্যাঁ! এ আমাদের পুঁতে রাখা মাল বের করে নিয়ে যাচ্ছিল.
আমি ওকে আর কুকুর টাকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছি, তুমি পুঁটলি টা নিয়ে নাও.
আমি নিজেই দিচ্ছি। নাও!
খড়াক!
ভৌ! ভৌ!
চাচা জী! আমার জন্য কোন কাজ রেখেছেন কি?
সাবু! তোমার আসার আগেই সব কাজ শেষ হয়ে গেছে. পুলিশ গয়না আর গয়নার লুটেরা দু'টোকেই পেয়ে খুব খুশী হবে.

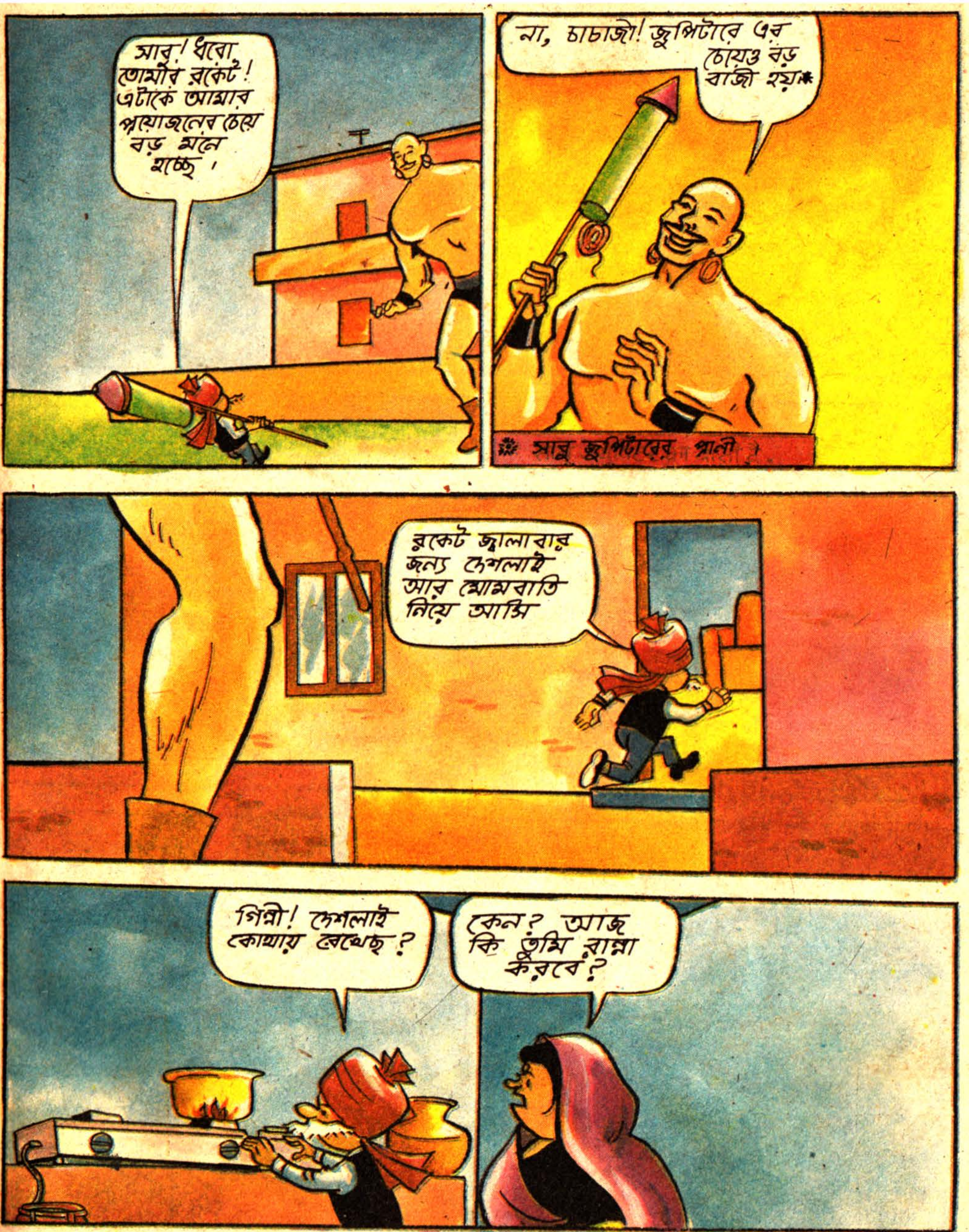

হীরের খোঁজ
গিন্নী! মাগন পুর গ্রামের প্রধান শিব্বন রায় আমার ছোট-বেলার বন্ধু! আমি দু দিনের জন্য ওর বাড়ী যাচ্ছি।
মাগন পুরে যাবার ট্রেন ছেড়ে গেছে।
তাতে কি হয়েছে? আমার গাধা বেঁচে থাক, এই আমাকে পৌঁছে দেবে।
চাচাজী! আপনি গাধায় চড়বেন? আমি আপনার জন্য ঘোড়া, উট বা অন্য সম্মানীয় জন্তু নিয়ে আসছি।
স্যর! সম্মানীয় তারাই, যারা পরিশ্রম করে জীবন কাটায়। সেই ব্যাপারে গাধা অন্যদের থেকে এগিয়ে আছে।
৬৪৪
© PRAN'S FEATURES

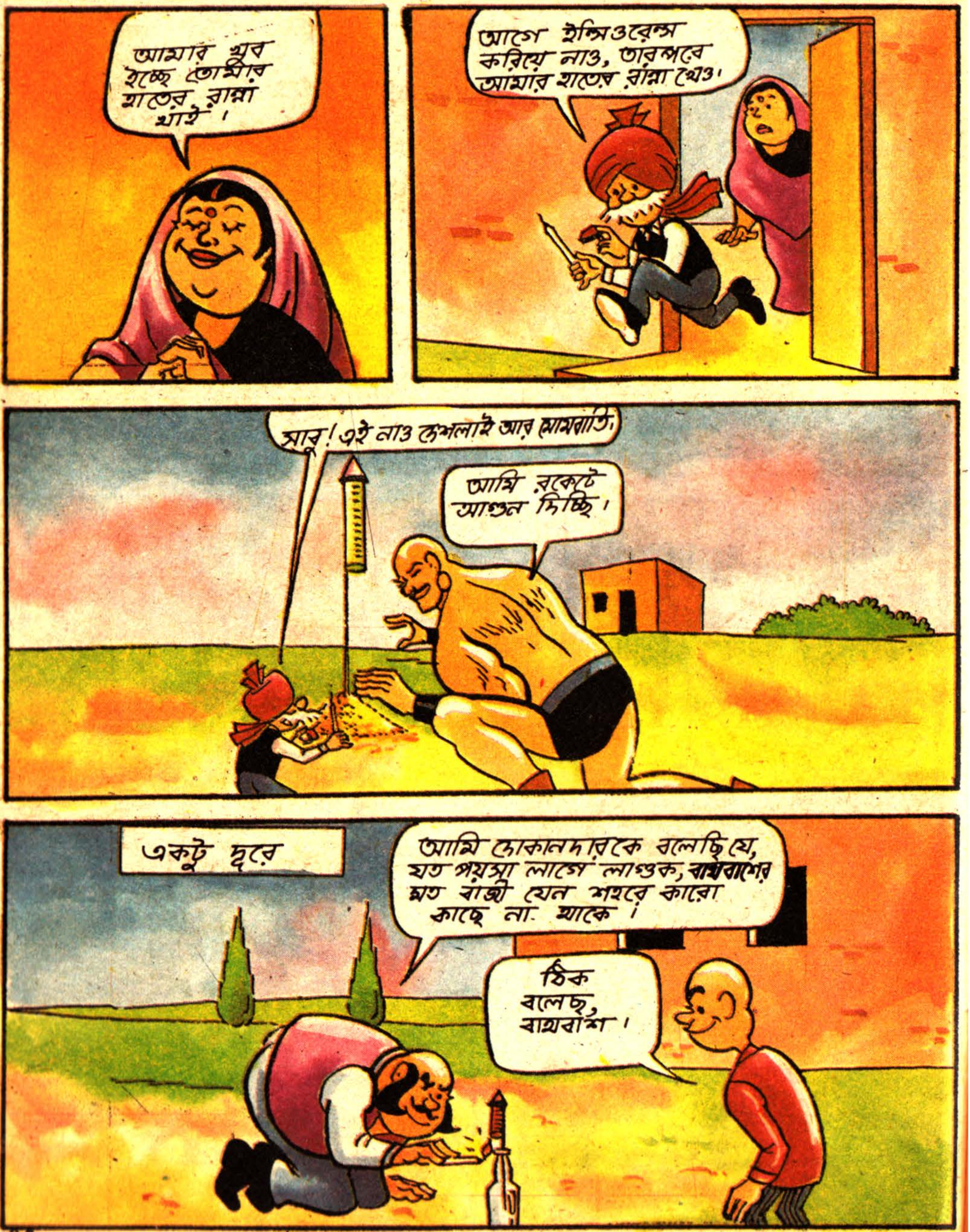

এই সরল জীব সারাদিন মাল বয়, আর যা খেতে পায়-তাতেই সন্তুষ্ট থাকে.
এই রাস্তা সোজা মাগন পুর গেছে.
কি ভাই, কোথায় যাচ্ছ?
মাগন পুর.
তোমার সঙ্গে দামী জিনিস কিছু নেই তো?
একটা হীরে আছে.
তবুও ঐ গ্রামে যাচ্ছ? ঝোরা ডাকাত লুটপাট চালাচ্ছে, তাই আমরা মাগন পুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি.
আমাকে তো আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে. আমি ওখানে যাবই.
এ পাগল হয়ে গেছে. সব কিছু হারাতে হবে.

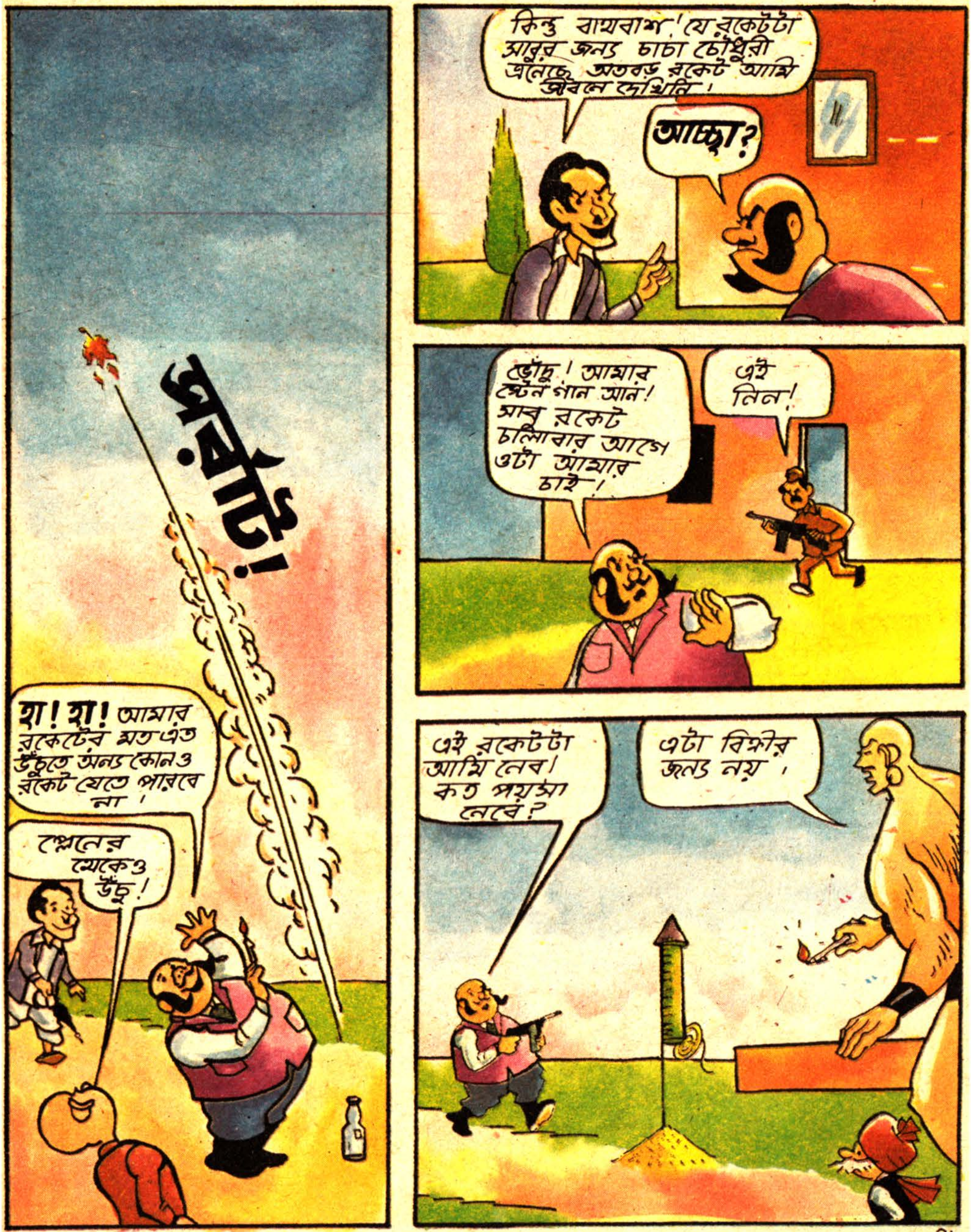

শিবন রায়
চৌধুরী! কতদিন পরে আমাদের দেখা হল.
ভাই! তোমার কাছে দামী কিছু নেই তো?
একটা হীরে ছাড়া কিছু নেই.
হীরেটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমার ব্যাগ দেখব.
ঝোবা ডাকাত
এতে হীরে নেই!
যাও! ওর জামা-কাপড় খুঁজে দ্যাখো! নিশ্চয়ই কোন পকেটে হীরে আছে.

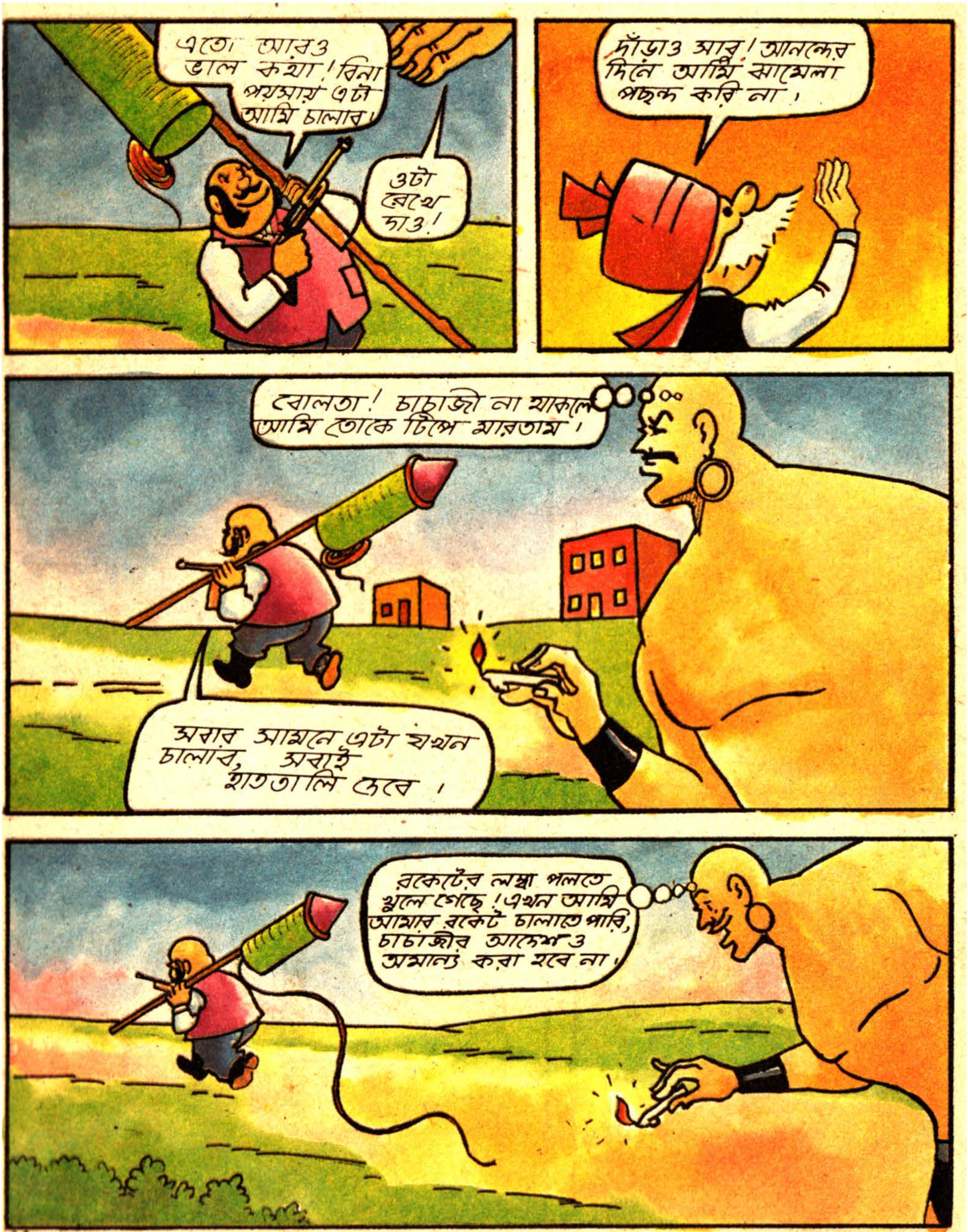

গুরু ! সব পকেট দেখেছি, কোথাও হীরে নেই !
বলো ! যে হীরের কথা বলছিলে, সেটা কোথায় ?
ক্যাঁৎ
আ উ উ !!
আমার গাধার নাম হীরে .

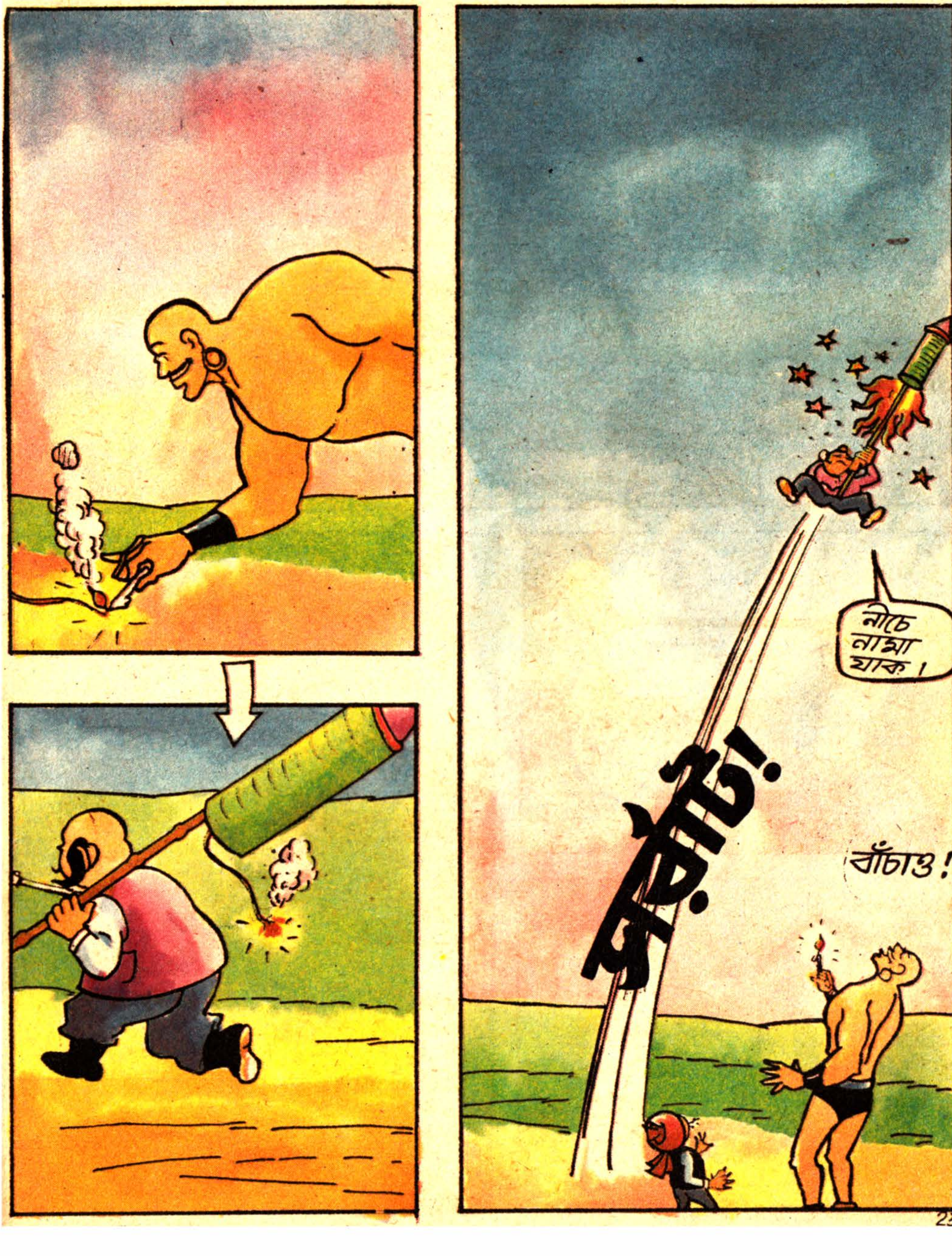

সাবুর রকেট
চৌধুরী! এত বড় রকেট? চাঁদে যাবে নাকি?
খরেতী-লাল! এই রকেট টা সাবুর জন্য..... ..........।
বাজীর ফ্যাক্টরীতে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি। সাবু ওর সাইজের রকেট আনতে বলেছিল।
এটা তৈরী করার জন্য আসাম থেকে বাঁশ, শিবকাশী থেকে বারুদ, আর কলকাতা থেকে কাগজ জোগাড় করতে হয়েছে।
বাঃ! চৌধুরী! তোমার জবাব নেই।
© PRAN'S FEATURES


সাবু! ধরো তোমার রকেট! এটাকে আমার প্রয়োজনের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে।
না, চাচাজী! জুপিটারে এর চেয়েও বড় বাজী হয়।*
* সাবু জুপিটারের প্রাণী।
রকেট জ্বালাবার জন্য দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে আসি
গিন্নী! দেশলাই কোথায় রেখেছ?
কেন? আজ কি তুমি রান্না করবে?

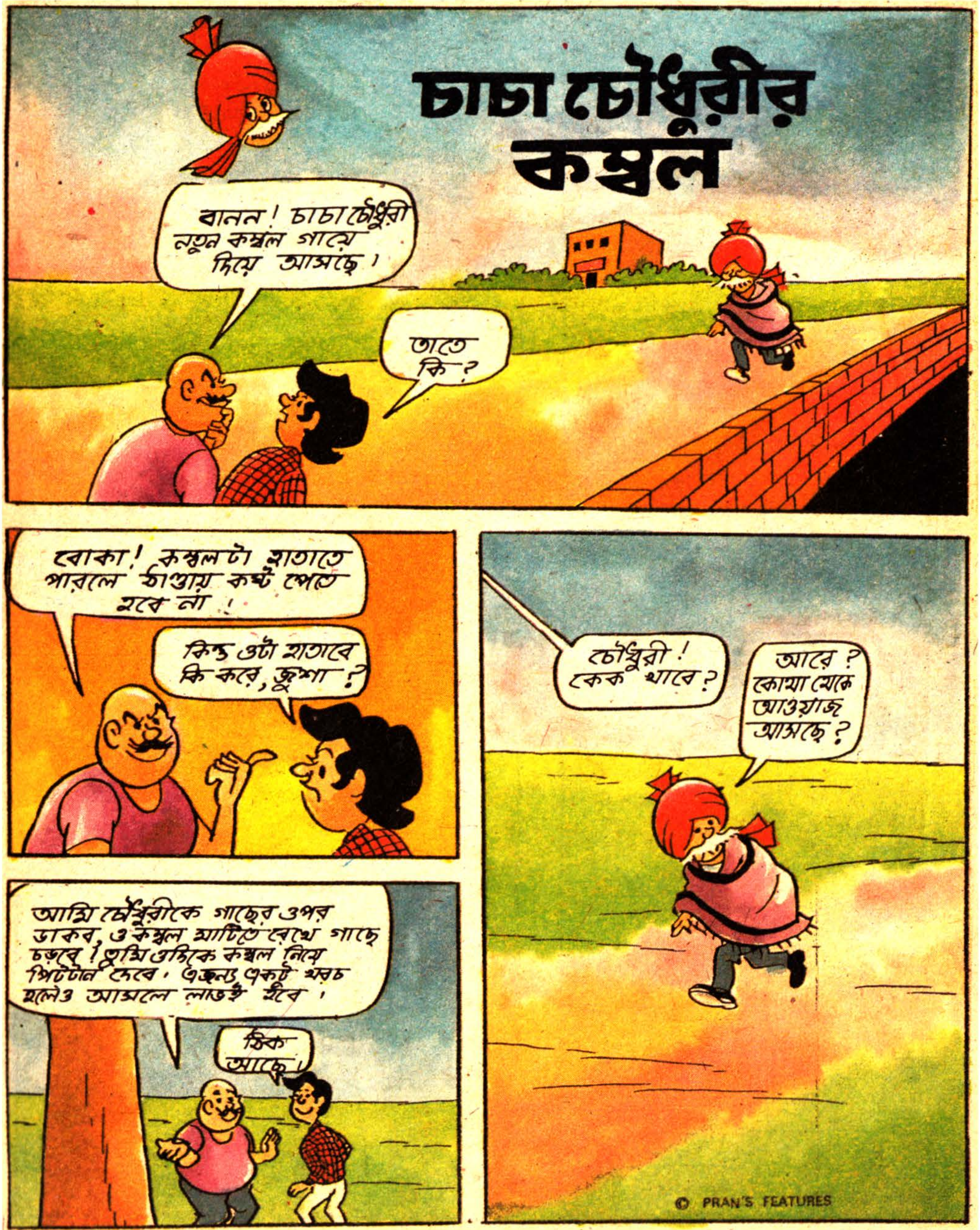

আমার খুব ইচ্ছে তোমার হাতের রান্না খাই।
আগে ইন্সিওরেন্স করিয়ে নাও, তারপরে আমার হাতের রান্না খেও।
স্যার! এই নাও দেশলাই আর মোমবাতি।
আমি রকেটে আগুন দিচ্ছি।
একটু দূরে
আমি দোকানদারকে বলেছি যে, যত পয়সা লাগে লাগুক, বাঘবাঁশের মত বাজী যেন শহরে কারো কাছে না থাকে।
ঠিক বলেছ, বাঘবাঁশ।


সর্রাট!
হা! হা! আমার রকেটের মত এত উঁচুতে অন্য কোনও রকেট যেতে পারবে না।
প্লেনের থেকেও উঁচু!
কিন্তু বাপরে! যে রকেটটা সাবুর জন্য চাচা চৌধুরী এনেছে, অতবড় রকেট আমি জীবনে দেখিনি।
আচ্ছা?
ভোঁদু! আমার স্টেনগান আন! সাবু রকেট চালাবার আগে ওটা আমার চাই।
এই নিন!
এই রকেটটা আমি নেব। কত পয়সা নেবে?
এটা বিক্রীর জন্য নয়।

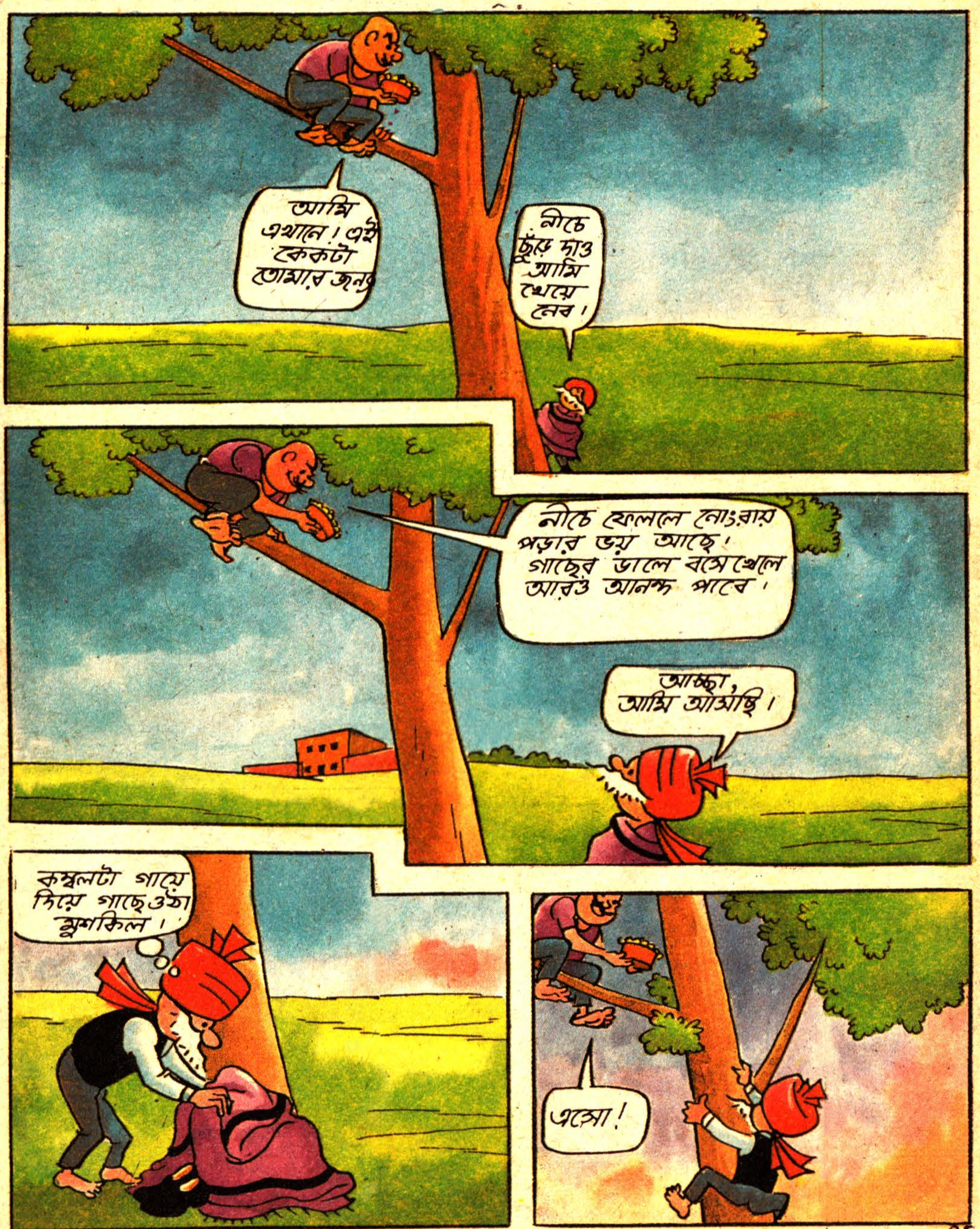

এতো আরও ভাল কথা! বিনা পয়সায় এটা আমি চালাব।
ওটা রেখে দাও!
দাঁড়াও সার! আনন্দের দিনে আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।
বোলতা! চাচাজী না থাকলে আমি তোকে টিপে মারতাম।
সবার সামনে এটা যখন চালাব, সবাই হাততালি দেবে।
রকেটের লম্বা পলতে খুলে গেছে! এখন আমি আমার রকেট চালাতে পারি, চাচাজীর আদেশও অমান্য করা হবে না।

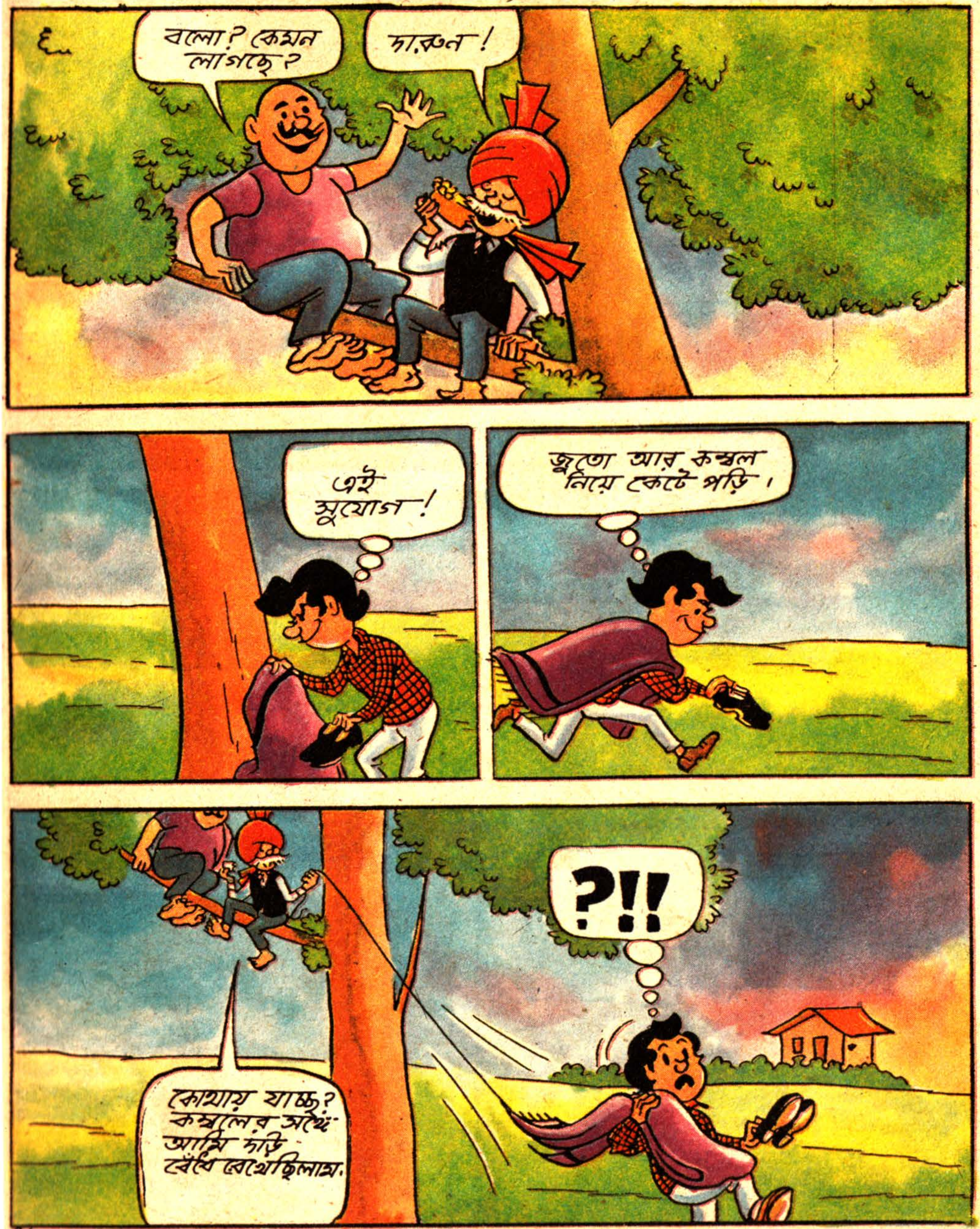


নীচে নামা যাক।
ধড়াঁট!
বাঁচাও!

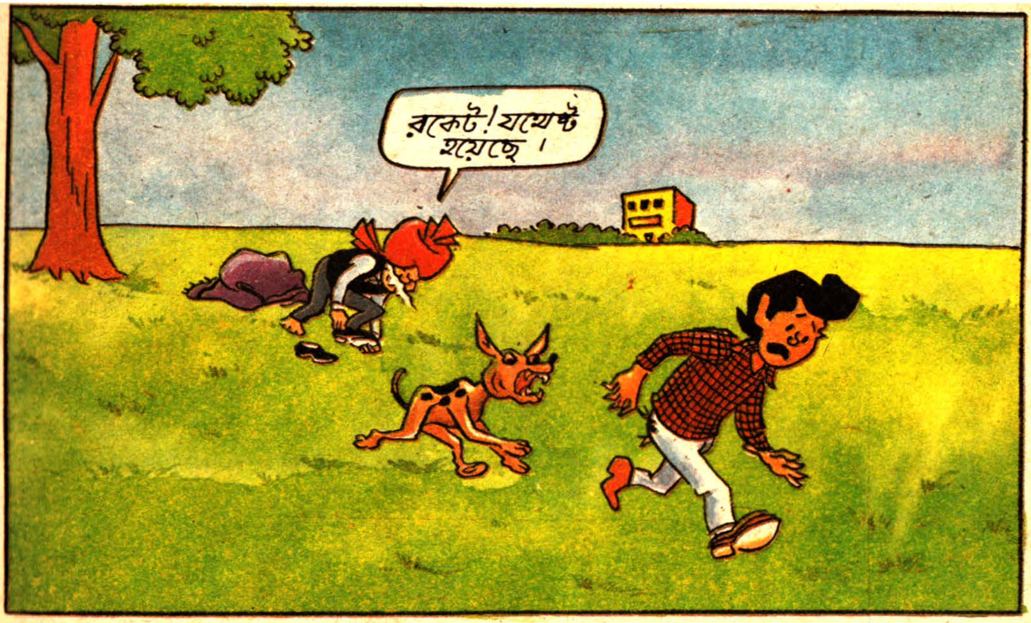


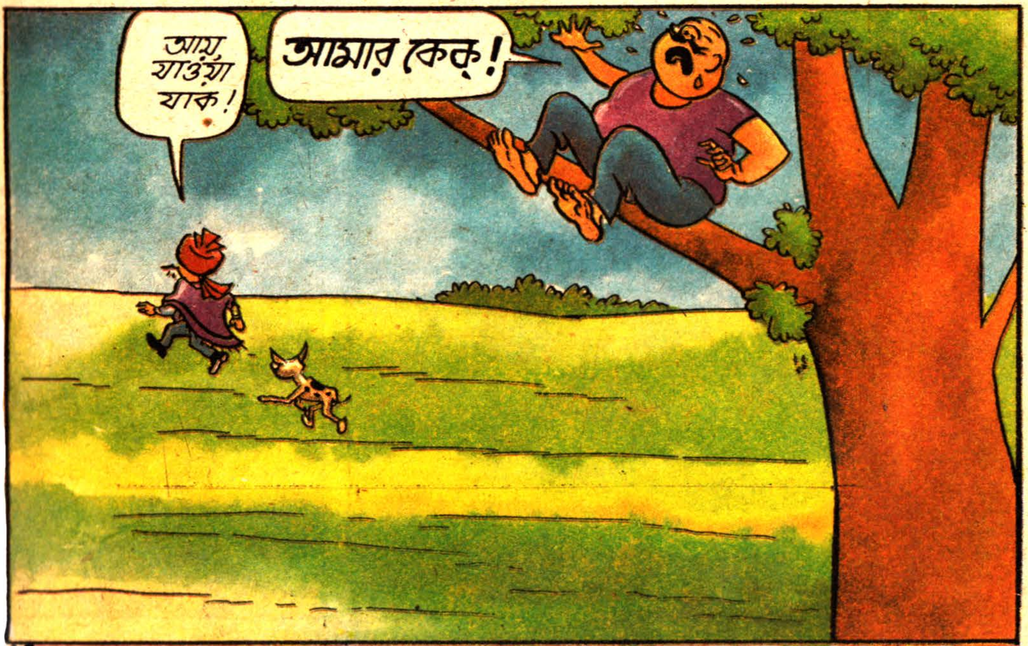
চাচা চৌধুরীর কম্বল
বানন! চাচা চৌধুরী নতুন কম্বল গায়ে দিয়ে আসছে।
তাতে কি?
বোকা! কম্বলটা হাতাতে পারলে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে না।
কিন্তু ওটা হাতাবে কি করে, ভুশা?
আমি চৌধুরীকে গাছের ওপর ডাকব, ও কম্বল মাটিতে রেখে গাছে চড়বে। তুমি ওদিকে কম্বল নিয়ে পিটটান দেবে। এজন্য একটু খরচ হলেও আসলে লাভই হবে।
ঠিক আছে।
চৌধুরী! কেক খাবে?
আরে? কোথা থেকে আওয়াজ আসছে?
© PRAN'S FEATURES

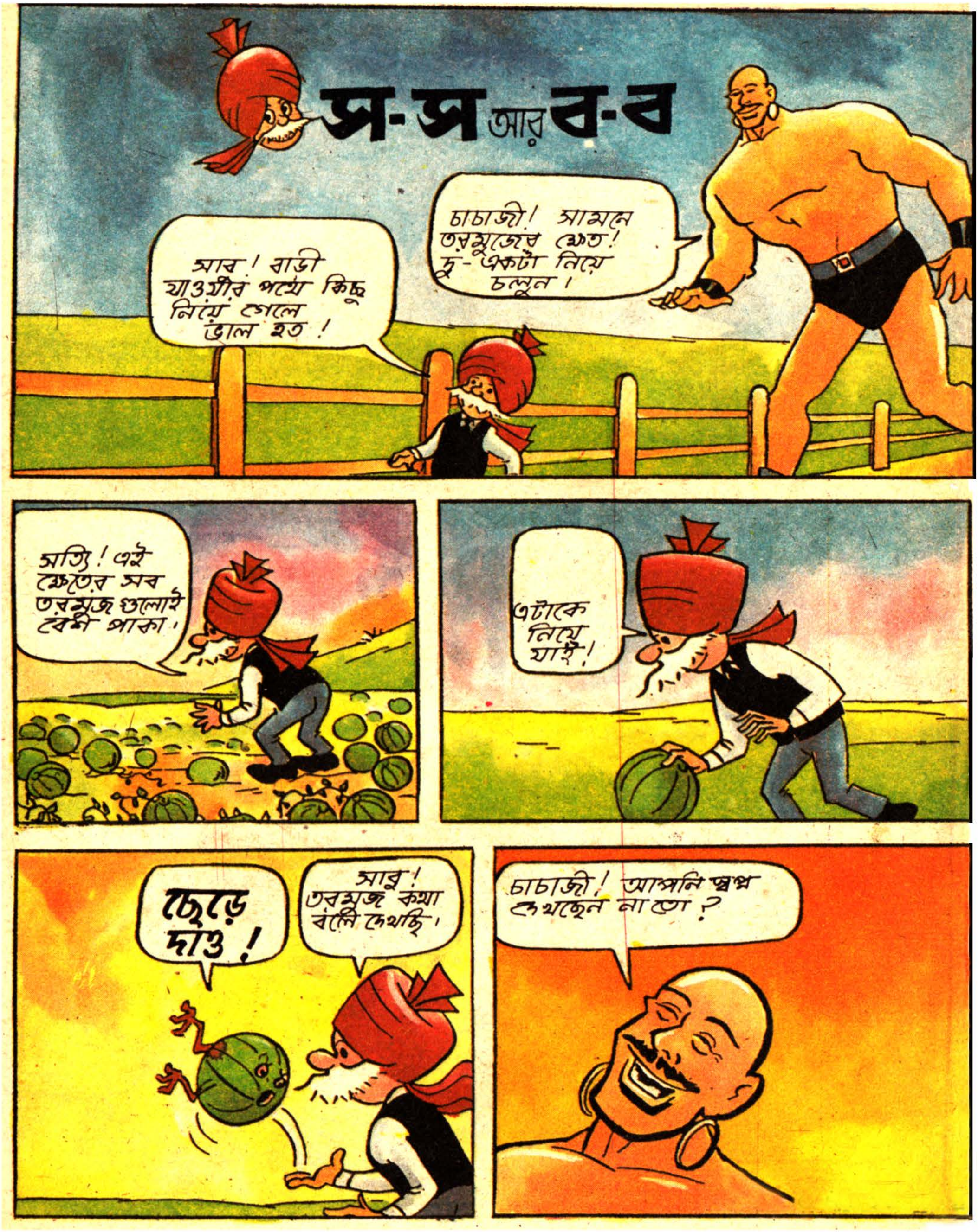

আমি এখানে! এই কেকটা তোমার জন্য
নীচে ছুঁড়ে দাও আমি খেয়ে নেব।
নীচে ফেললে নোংরায় পড়ার ভয় আছে। গাছের ডালে বসে খেলে আরও আনন্দ পাবে।
আচ্ছা, আমি আসছি।
কম্বলটা গায়ে দিয়ে গাছে ওঠা মুশকিল।
এসো!


বলো? কেমন লাগছে?
দারুন!
এই সুযোগ!
জুতো আর কম্বল নিয়ে কেটে পড়ি।
?!!
কোথায় যাচ্ছ? কম্বলের সঙ্গে আমি দড়ি বেঁধে রেখেছিলাম।

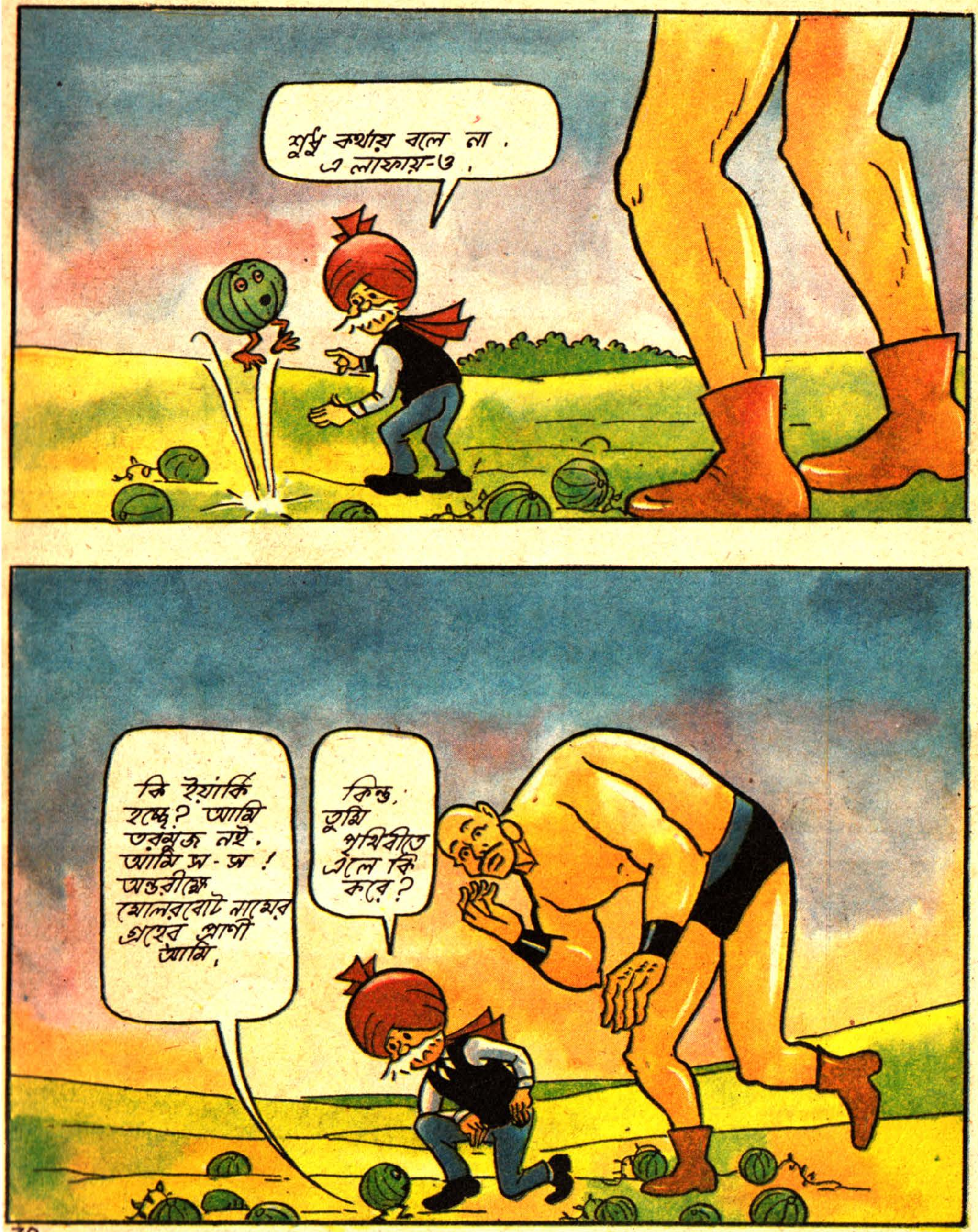

রকেট!
ভৌ! ভৌ!
ভৌ! ভৌ!!
বাঁচাও!
নীচে নামা যাক।

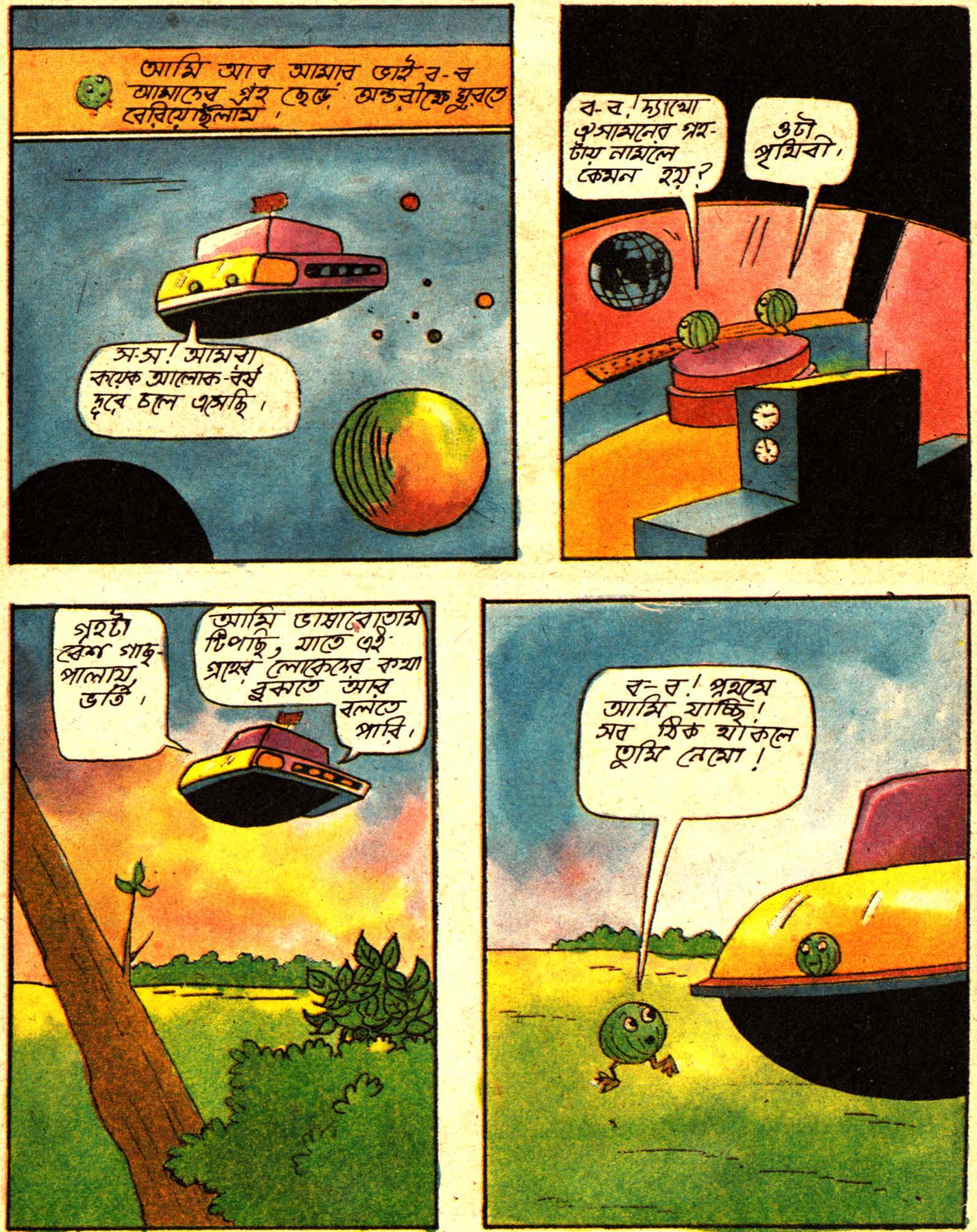

রকেট! যথেষ্ট হয়েছে।

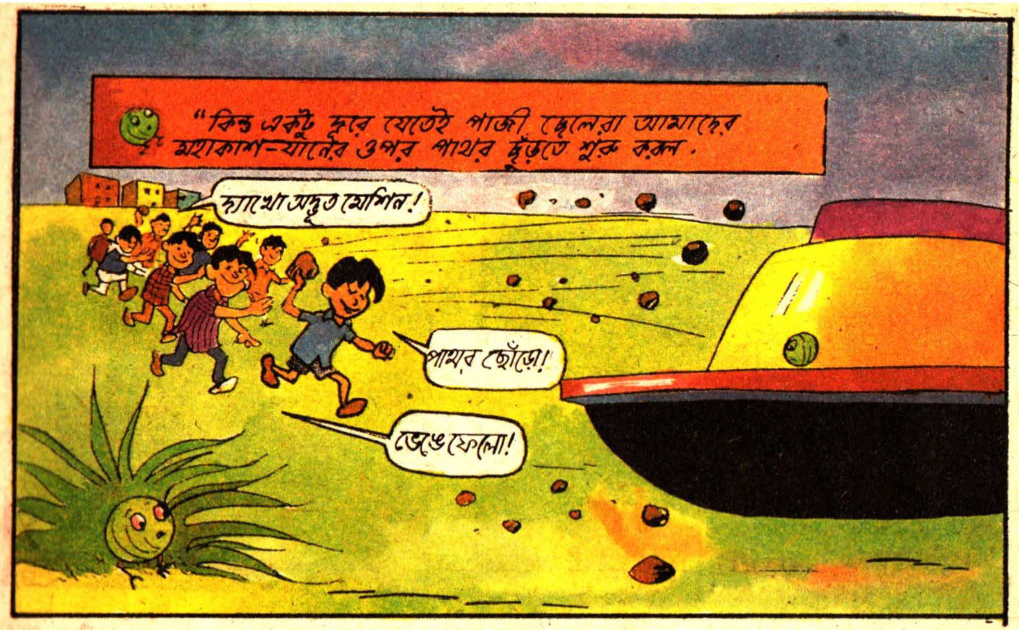

আয়, যাওয়া যাক!
আমার কেক্!

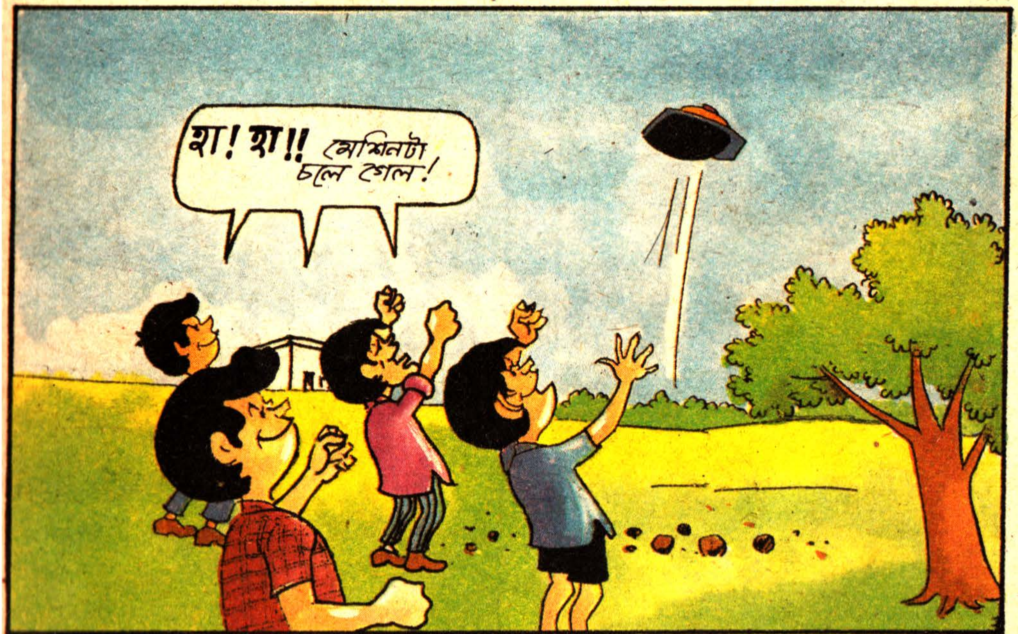


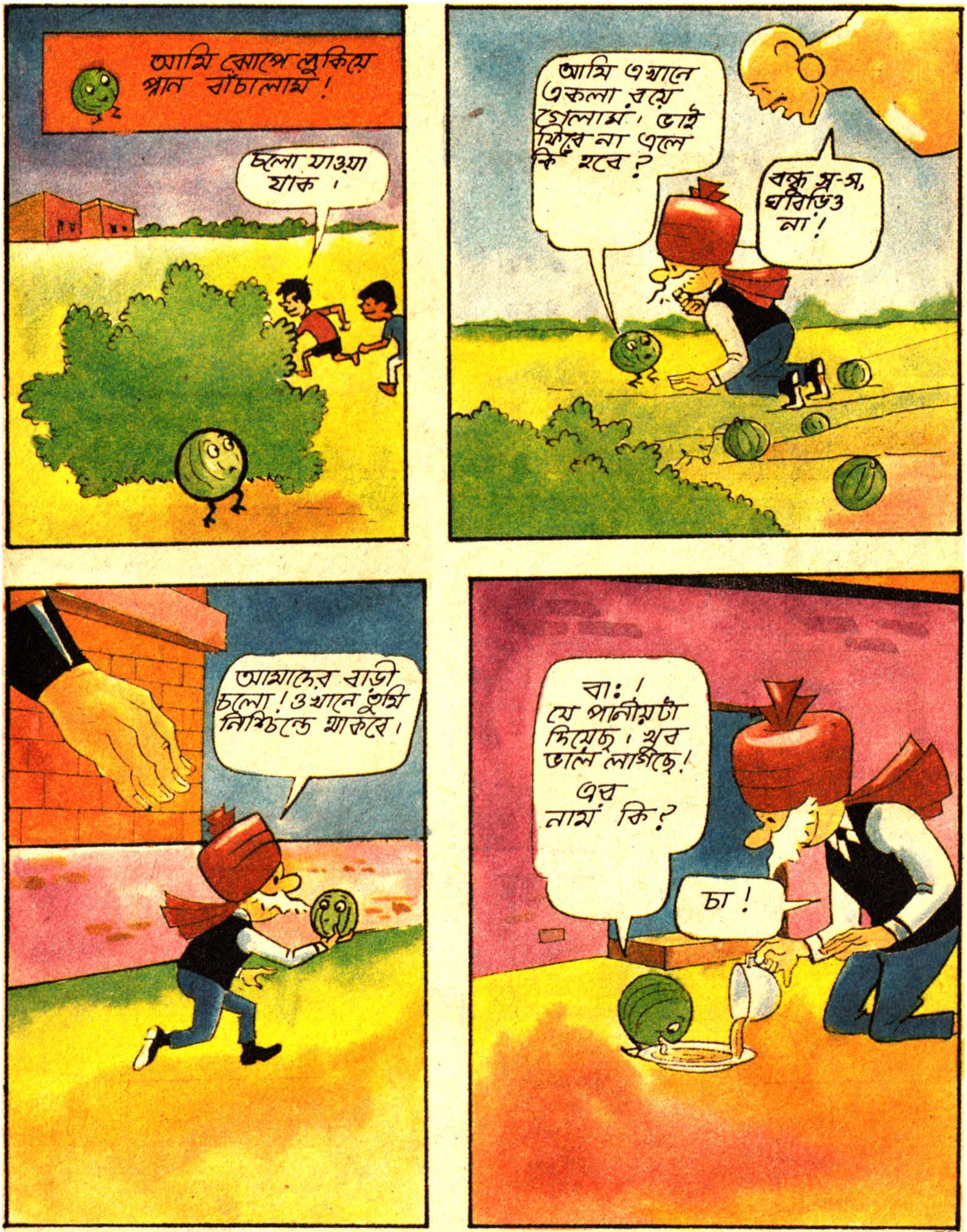
স-স আর ব-ব
চাচাজী! সামনে তরমুজের ক্ষেত! দু-একটা নিয়ে চলুন।
সাবু! বাড়ী যাওয়ার পথে কিছু নিয়ে গেলে ভাল হত!
সত্যি! এই ক্ষেতের সব তরমুজ গুলোই বেশী পাকা।
এটাকে নিয়ে যাই!
ছেড়ে দাও!
সাবু! তরমুজ কথা বলে দেখছি।
চাচাজী! আপনি স্বপ্ন দেখছেন না তো?

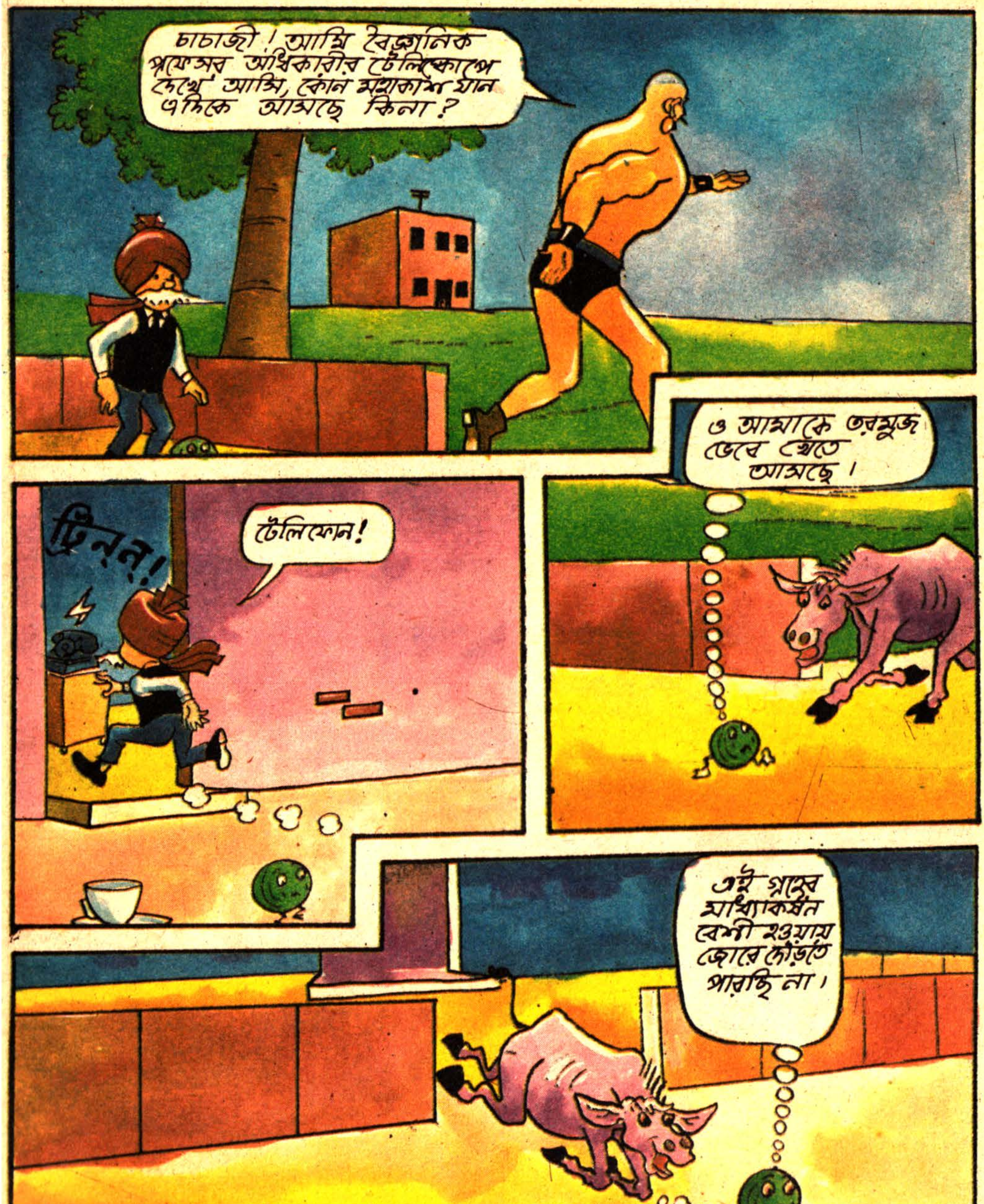

শুধু কথায় বলে না. এ লাফায়-ও.
কি ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি তরমুজ নই. আমি স-স! অন্তরীক্ষে মোলরবোট নামের গ্রহের প্রাণী আমি.
কিন্তু, তুমি পৃথিবীতে এলে কি করে?

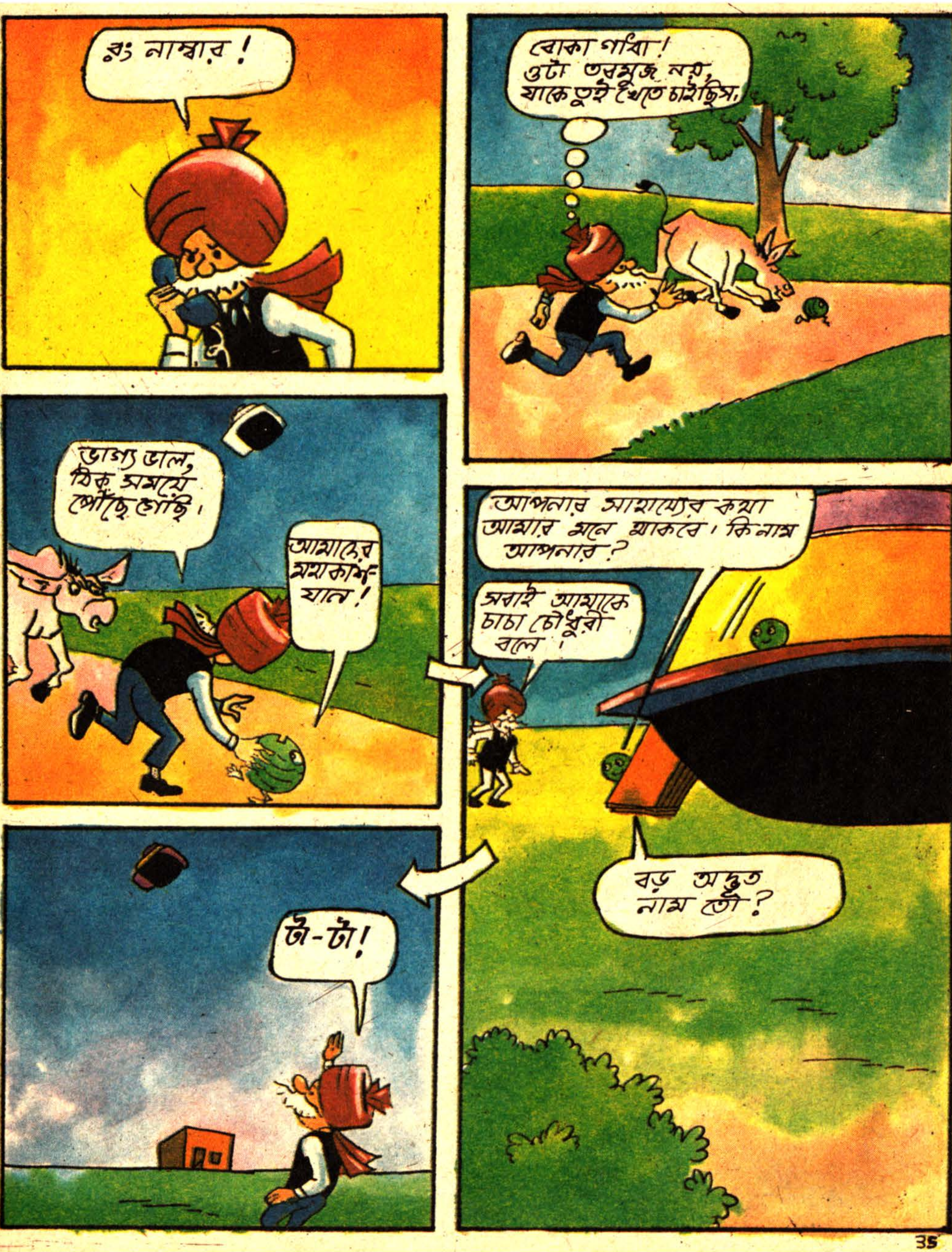

আমি আর আমার ভাই ব-ব আমাদের গ্রহ ছেড়ে অন্তরীক্ষে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।
স-স! আমরা কয়েক আলোক-বর্ষ দূরে চলে এসেছি।
ব-ব, দ্যাখো ওসামনের গ্রহ-টায় নামলে কেমন হয়?
ওটা পৃথিবী।
গ্রহটা বেশ গাছ-পালায় ভর্তি।
আমি ভাষাবোতাম টিপছি, যাতে এই গ্রহের লোকেদের কথা বুঝতে আর বলতে পারি।
ব-ব! প্রথমে আমি যাচ্ছি। সব ঠিক থাকলে তুমি নেমো!


"কিন্তু একটু দূরে যেতেই পাজী ছেলেরা আমাদের মহাকাশ-যানের ওপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করল.
দ্যাখো অদ্ভুত মেশিন!
পাথর ছোঁড়ো!
ভেঙে ফেলো!

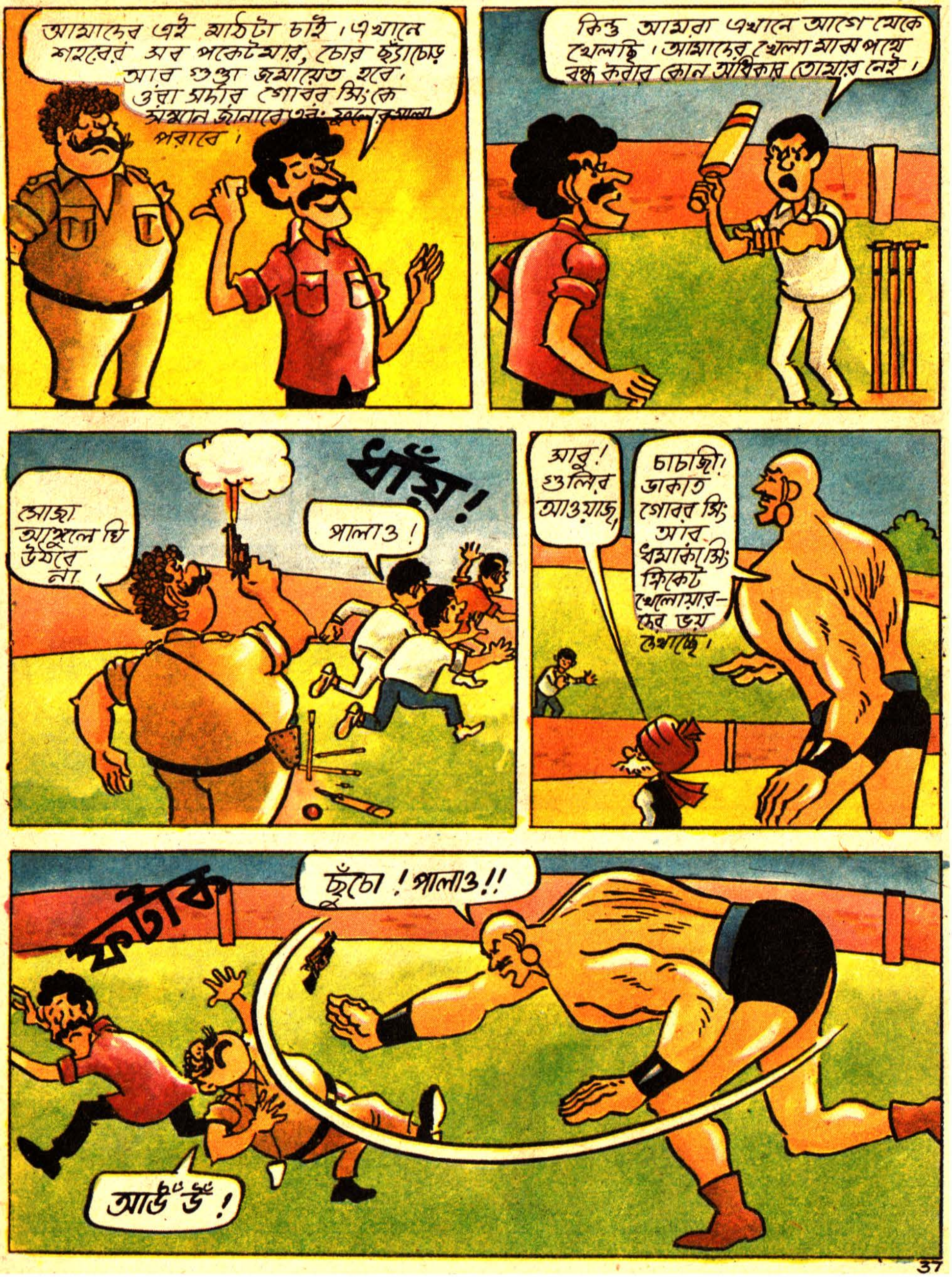

হা! হা!! মেশিনটা চলে গেল!

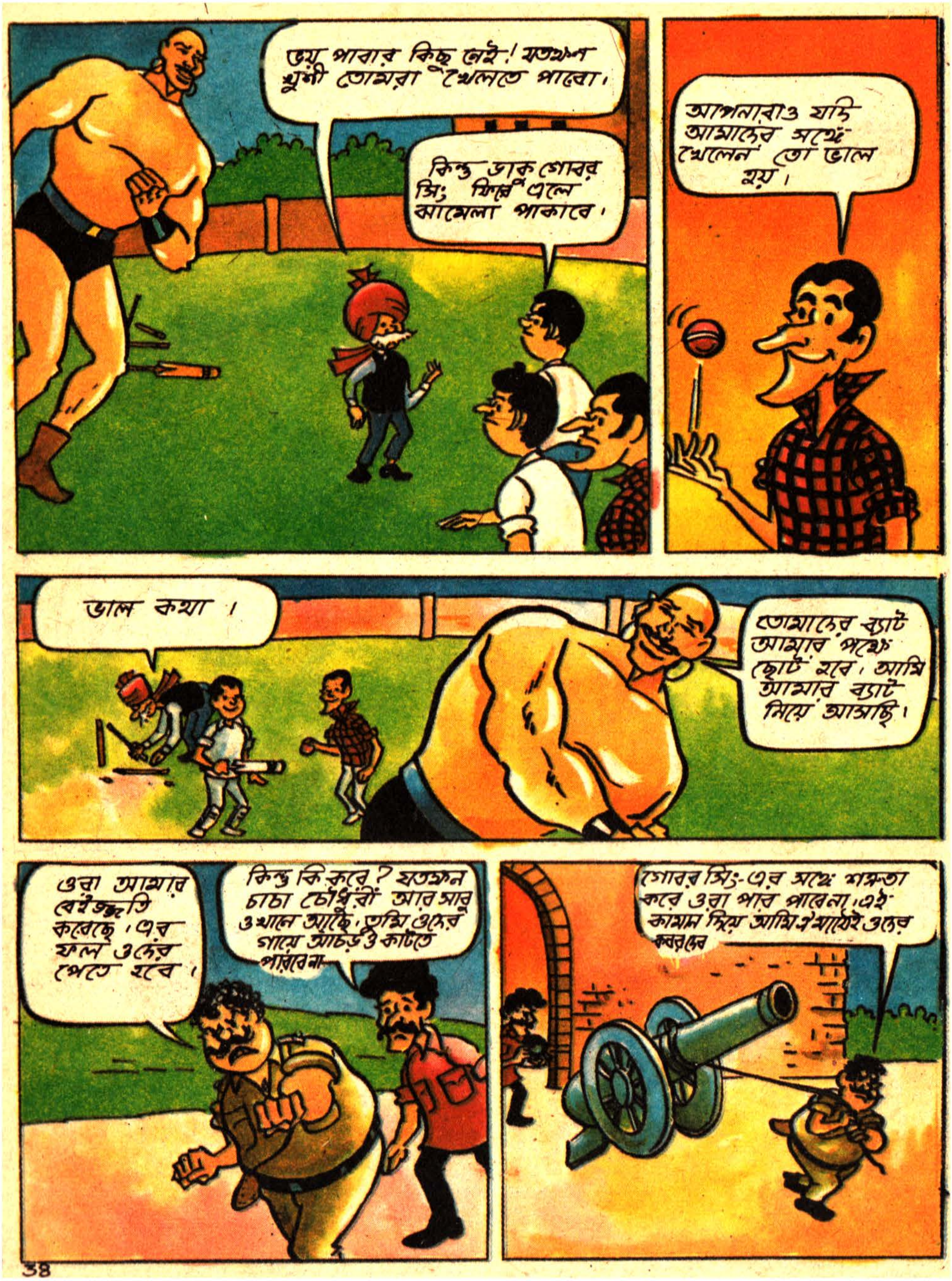

আমি ঝোপে লুকিয়ে প্রান বাঁচালাম!
চলো যাওয়া যাক।
আমি এখানে একলা রয়ে গেলাম। ভাই ফিরে না এলে কি হবে?
বন্ধু স্র-স, ঘাবড়িও না!
আমাদের বাড়ী চলো! ওখানে তুমি নিশ্চিন্তে থাকবে।
বাঃ! যে পানীয়টা দিয়েছ। খুব ভালো লাগছে! এর নাম কি?
চা!

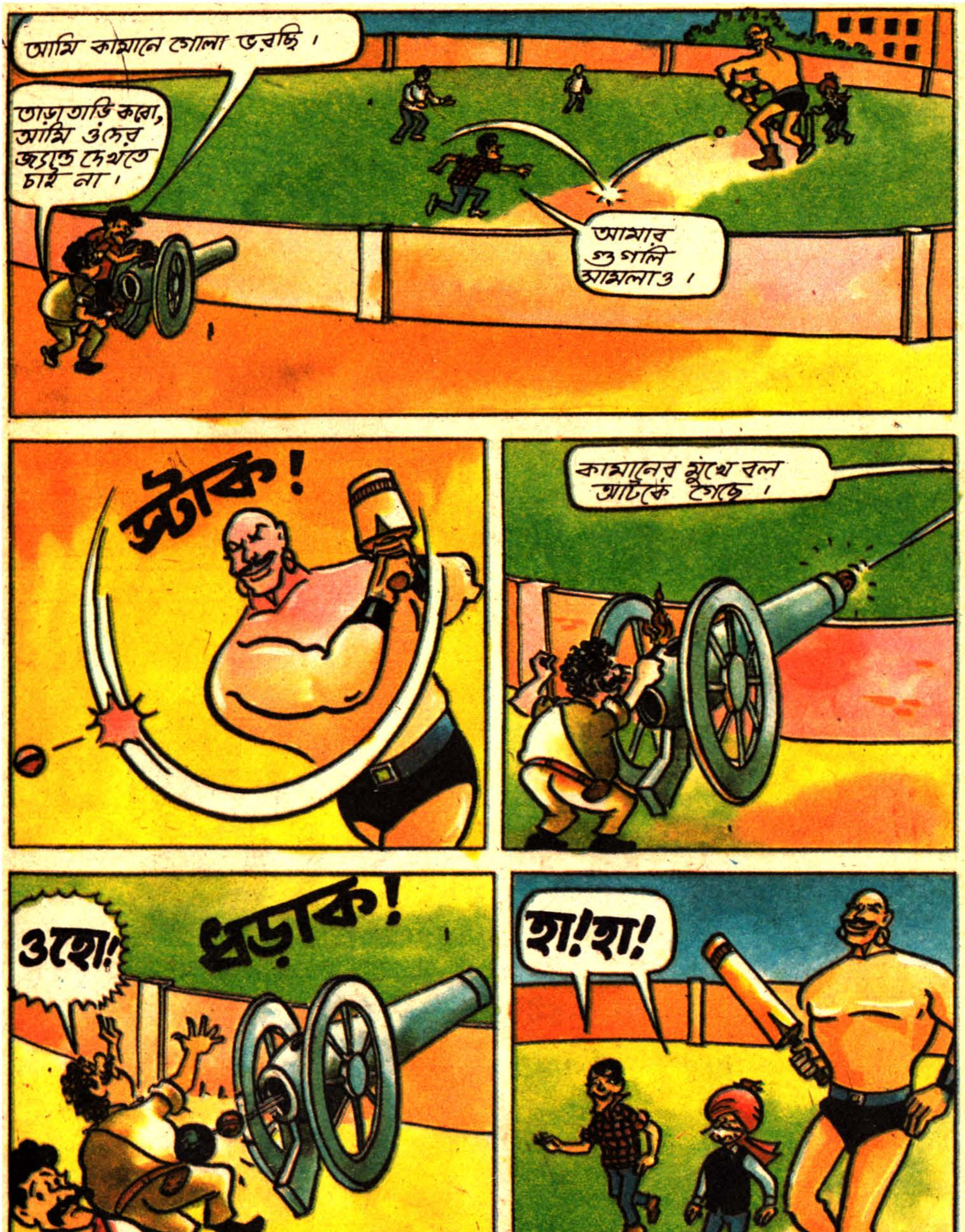

চাচাজী! আমি বৈজ্ঞানিক প্রফেসর অধিকারীর টেলিস্কোপে দেখে আসি, কোন মহাকাশ যান এদিকে আসছে কিনা?
ও আমাকে তরমুজ ভেবে খেতে আসছে।
টেলিফোন!
ক্রিনন্!
এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বেশী হওয়ায় জোরে দৌড়তে পারছি না।

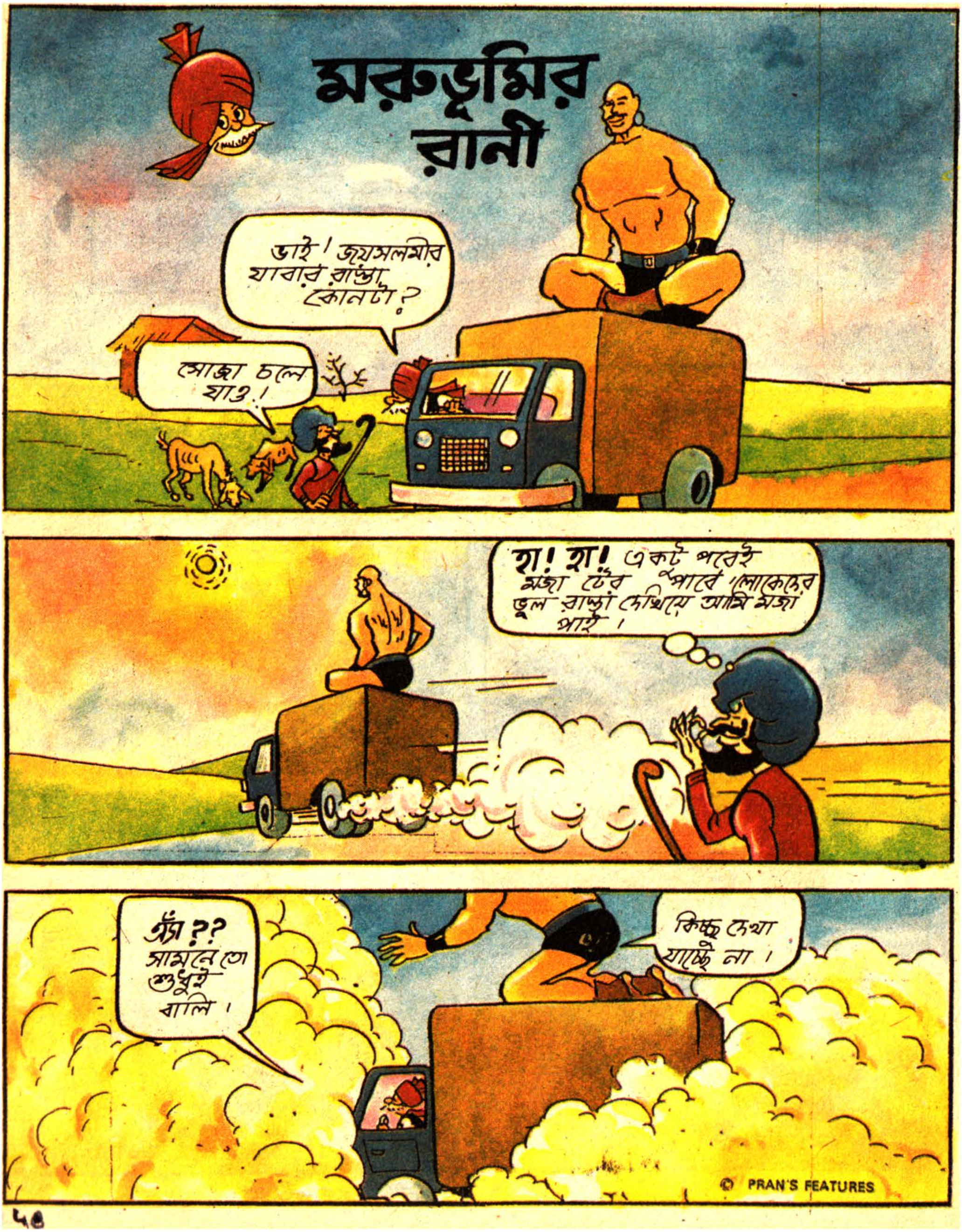

রং নাম্বার !
বোকা গাধা ! ওটা তরমুজ নয়, যাকে তুই খেতে চাইছিস।
ভাগ্য ভাল, ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি।
আমাদের মহাকাশ-যান !
আপনার সাহায্যের কথা আমার মনে থাকবে। কি নাম আপনার ?
সবাই আমাকে চাচা চৌধুরী বলে ।
বড় অদ্ভুত নাম তো ?
টা-টা !

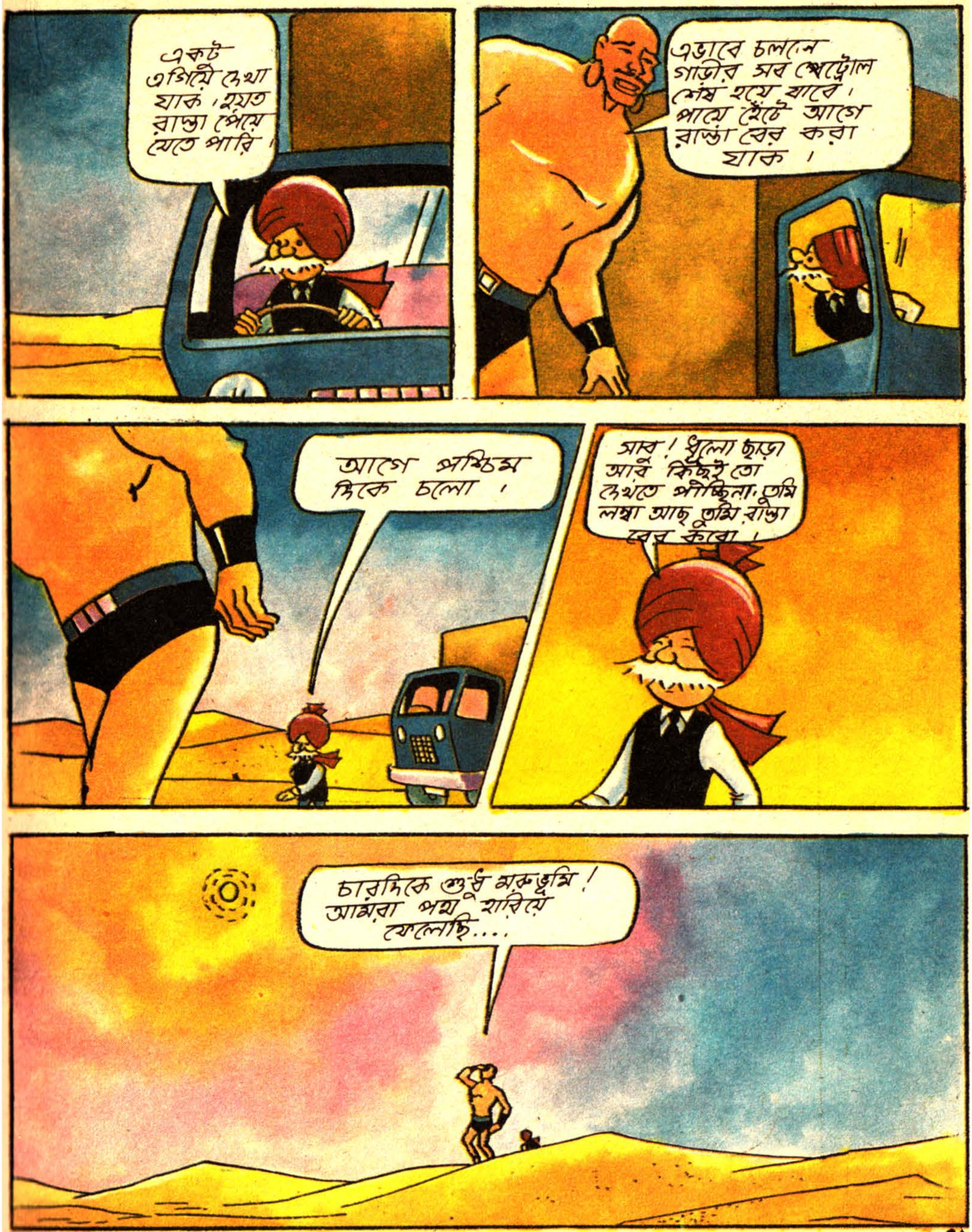

ক্রিকেট
এটা খেলার উপযুক্ত বল।
ঘটাক!
ওমো! বল যে থামবার নামই নিচ্ছে না।
হা! হা!
সবাই আউট! এবার মাঠ খালি কর।
কিন্তু এখনো তো আমাদের একটা উইকেট-ও পড়েনি।
689
© PRAN'S FEATURES

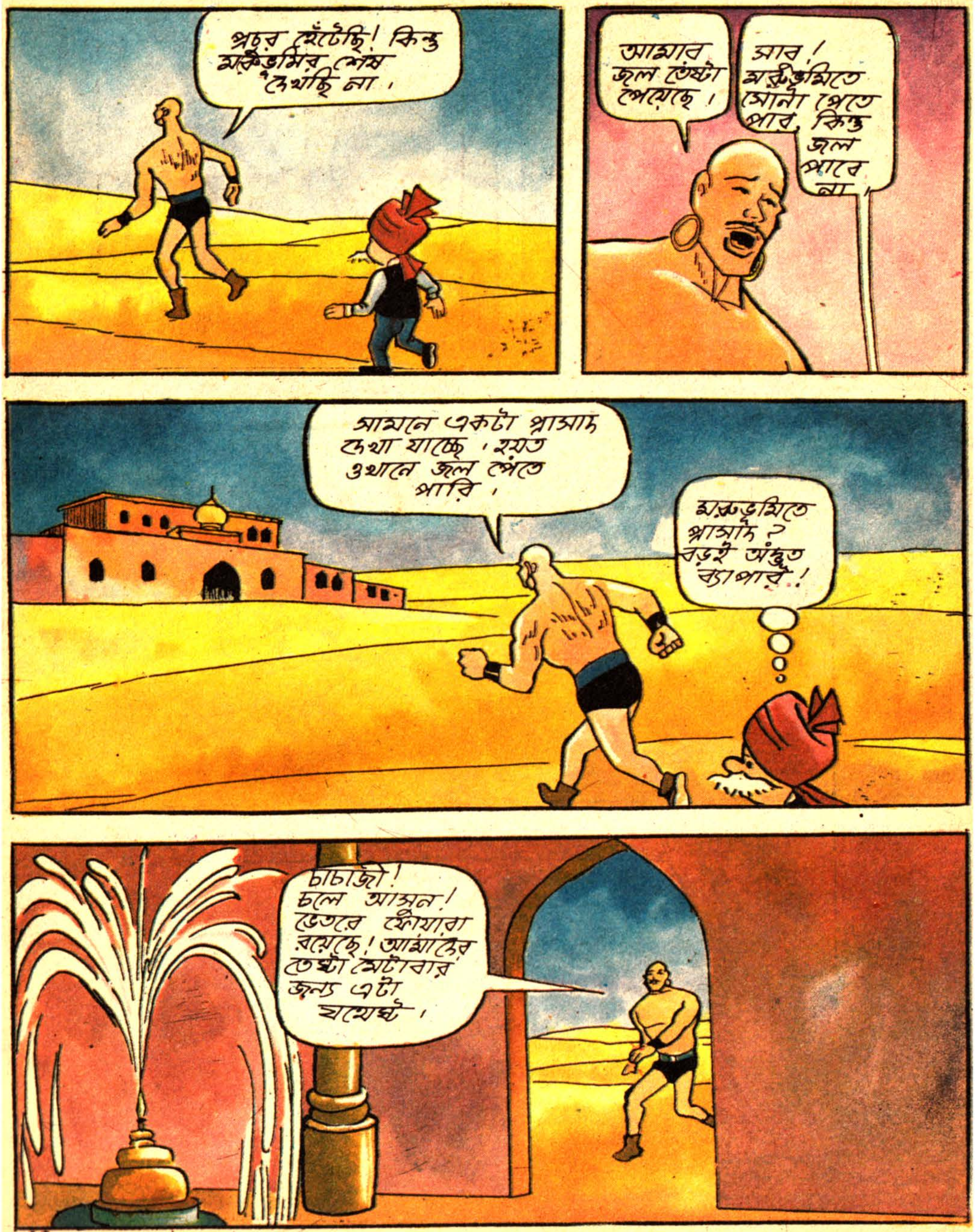

আমাদের এই মাঠটা চাই। এখানে শহরের সব পকেটমার, চোর ছ্যাঁচোড় আর গুণ্ডা জমায়েত হবে। ওরা সর্দার গোবর সিংকে সম্মান জানাবে এবং ফুলের মালা পরাবে।
কিন্তু আমরা এখানে আগে থেকে খেলছি। আমাদের খেলা মাঝপথে বন্ধ করার কোন অধিকার তোমার নেই।
সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।
ধাঁয়!
পালাও!
আব্বু! গুলির আওয়াজ,
চাচাজী! ডাকাত গোবর সিং আর ধমাকা সিং ক্রিকেট খেলোয়ার-দের ভয় দেখাচ্ছে।
ফটাক
ছুঁচো! পালাও!!
আউঁ উঁ!

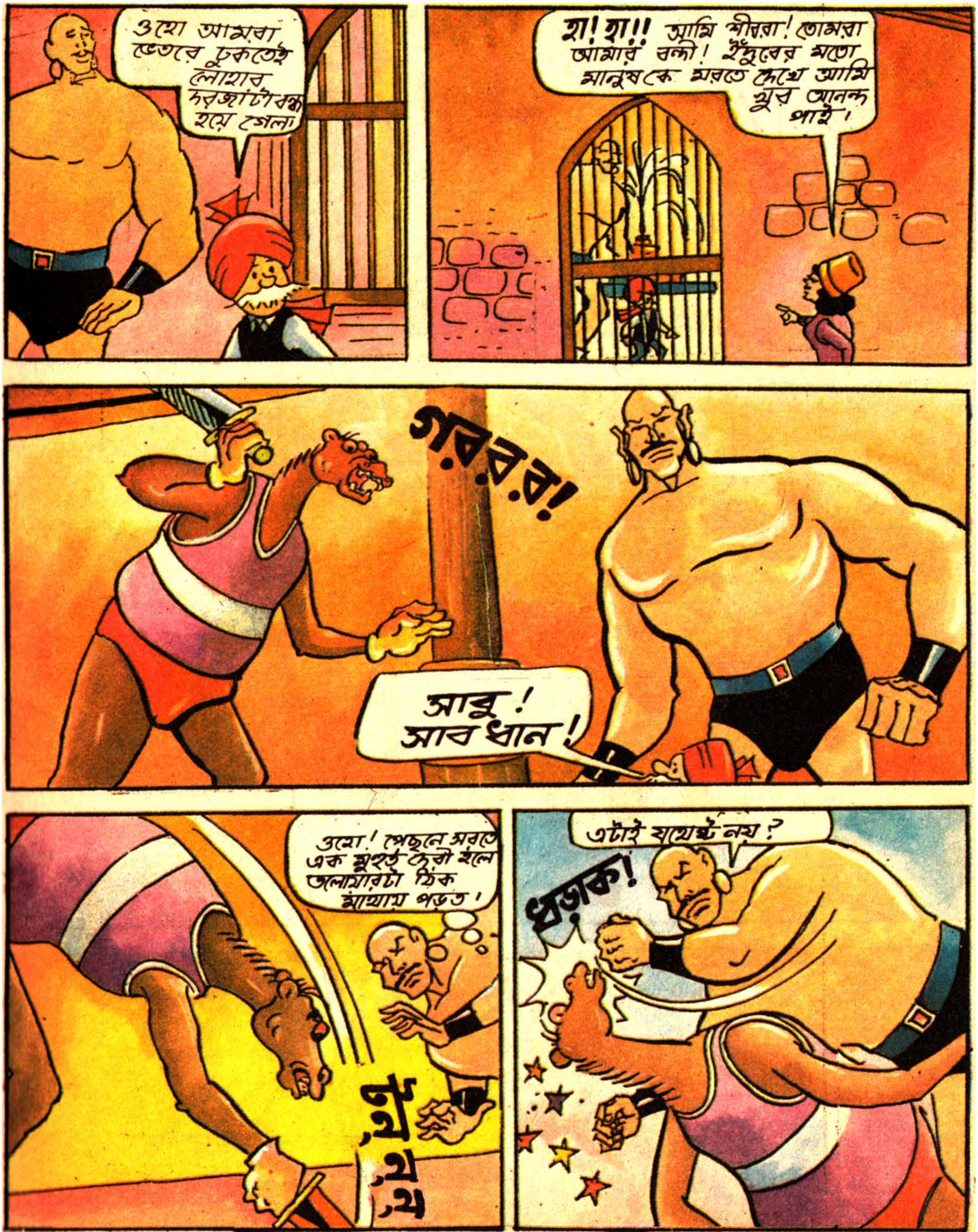

ভয় পাবার কিছু নেই! যতক্ষণ খুশী তোমরা খেলতে পারো।
কিন্তু ডাকু গোবর সিং ফিরে এলে ঝামেলা পাকাবে।
আপনারাও যদি আমাদের সঙ্গে খেলেন তো ভাল হয়।
ভাল কথা।
তোমাদের ব্যাট আমার পক্ষে ছোট হবে। আমি আমার ব্যাট নিয়ে আসছি।
ওরা আমার বেইজ্জতি করেছে। এর ফল ওদের পেতে হবে।
কিন্তু কি করে? যতক্ষন চাচা চৌধুরী আর সাবু ওখানে আছে, তুমি ওদের গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না
গোবর সিং-এর সঙ্গে শত্রুতা করে ওরা পার পাবেনা। এই কামান দিয়ে আমি এক ঘায়েই ওদের কবর দেব


আমি কামানে গোলা ভরছি।
তাড়াতাড়ি করো, আমি ওদের জ্যান্ত দেখতে চাই না।
আমার গুগলি সামলাও।
ঠ্যাক!
কামানের মুখে বল আটকে গেছে।
ওহো!
ধড়াক!
হা! হা!


মরুভূমির রানী
ভাই ! জয়সলমীর যাবার রাস্তা কোনটা ?
সোজা চলে যাও ।
হা! হা! একটু পরেই মজা টের পাবে ! লোকেদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে আমি মজা পাই ।
অ্যাঁ ?? সামনে তো শুধুই বালি ।
কিছু দেখা যাচ্ছে না ।
© PRAN'S FEATURES


একটু এগিয়ে দেখা যাক। হয়ত রাস্তা পেয়ে যেতে পারি।
এভাবে চললে গাড়ীর সব পেট্রোল শেষ হয়ে যাবে। পায়ে হেঁটে আগে রাস্তা বের করা যাক।
আগে পশ্চিম দিকে চলো।
সাবু! ধুলো ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনা। তুমি লম্বা আছ তুমি রাস্তা বের করো।
চারদিকে শুধু মরুভূমি! আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি....

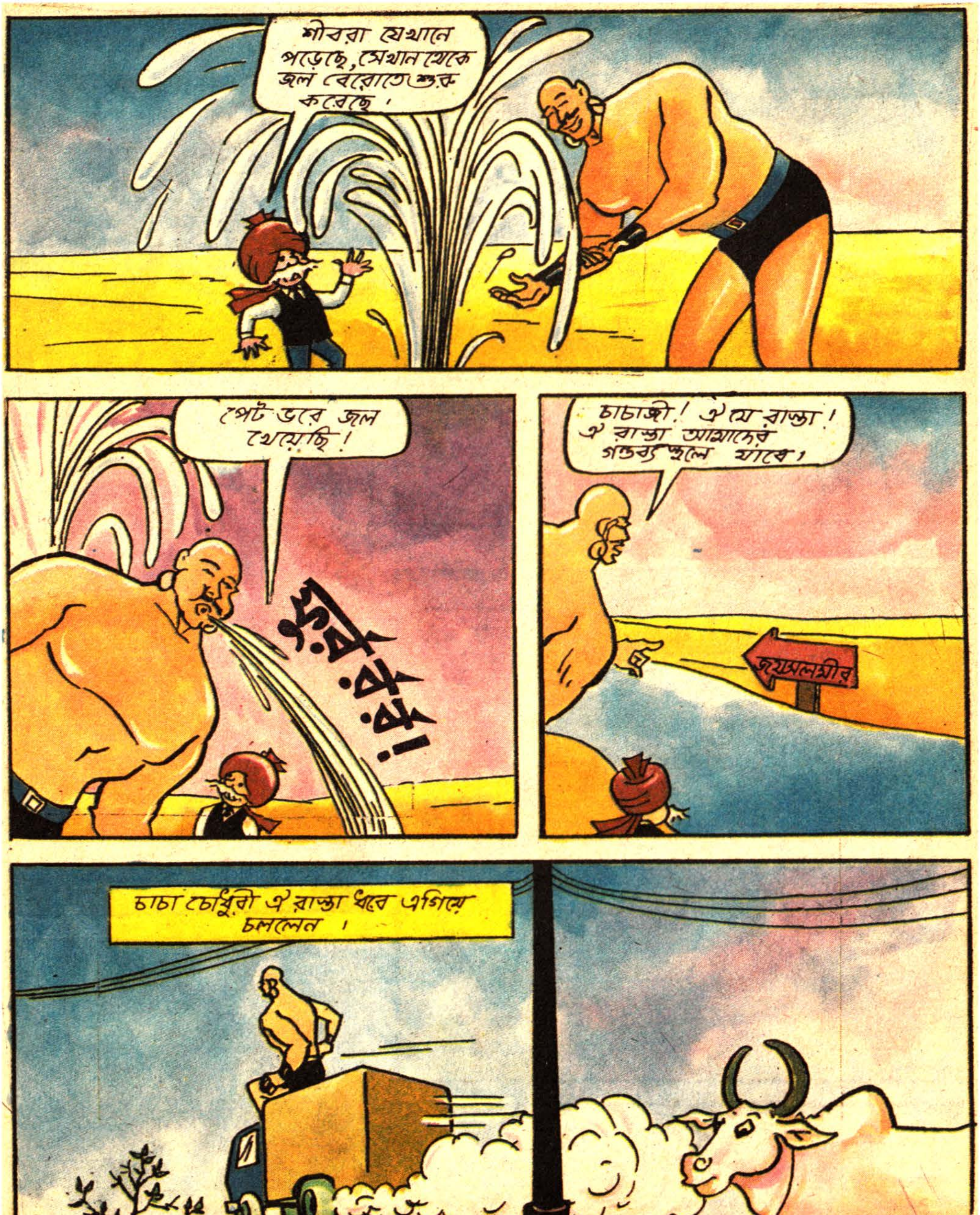

প্রচুর হেঁটেছি! কিন্তু মরুভূমির শেষ দেখছি না।
আমার জল তেষ্টা পেয়েছে।
সাব! মরুভূমিতে সোনা পেতে পার, কিন্তু জল পাবে না।
সামনে একটা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। হয়ত ওখানে জল পেতে পারি।
মরুভূমিতে প্রাসাদ? বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!
চাচাজী! চলে আসুন! ভেতরে ফোয়ারা রয়েছে! আমাদের তেষ্টা মেটাবার জন্য এটা যথেষ্ট।


ওহো আমরা ভেতরে ঢুকতেই লোহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।
হা! হা!! আমি শীবরা! তোমরা আমার বন্দী! ইঁদুরের মতো মানুষকে মরতে দেখে আমি খুব আনন্দ পাই।
গর্‌র্‌র্‌!
সাবু! সাবধান!
ওহো! পেছনে সরতে এক মুহূর্ত দেরী হলে তলোয়ারটা ঠিক মাথায় পড়ত।
এটাই যথেষ্ট নয়?
ধড়াক!



উট-রাক্ষস মরে গেছে!
তুমি এখনও বাঁচবেনা! ফোয়ারার জল বিষাক্ত! এই জল খেলে মরবে, না খেলে তেষ্টায় কষ্ট পাবে। হা! হা!
শীবরা! তুমি আমায় রাগিয়ে দিয়েছ!
সাবু রেগে গেলে, আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ে।


আমি রাস্তা বানিয়ে নিয়েছি চাচাজী! বেরিয়ে আসুন!
বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেলেও আমার পিস্তলের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।
ধড়াক্ক!
স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু আমি নিরুপায়।
ডপ্পপপ!



শীবরা যেখানে পড়েছে, সেখান থেকে জল বেরোতে শুরু করেছে।
পেট ভরে জল খেয়েছি!
ছর্‌র্‌র্‌!
চাচাজী! ঐ যে রাস্তা! ঐ রাস্তা আমাদের গন্তব্যস্থলে যাবে।
জয়সলমীর
চাচা চৌধুরী ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন।


डायमण्ड कॉमिक्स में
A.H.W.
Paltu Series
चाचा चौधरी
और साबू का नया हंगामा
प्राण
चाचा चौधरी और बनारसी ठग
चाचा चौधरी चोर की तलाश
चाचा चौधरी राका से मुठभेड़
चाचा चौधरी राका का इंतकाम
चाचा चौधरी साबू का अपहरण
चाचा चौधरी उड़ने वाली कार
चाचा चौधरी अंतरिक्ष में
चाचा चौधरी साबू की शादी
चाचा चौधरी युधिष्ठिर का मुकुट
चाचा चौधरी हाथी का व्यापार
चाचा चौधरी और बनारसी ठग
चाचा चौधरी साबू का बूट
चाचा चौधरी और रोबोट
चाचा चौधरी ज्यूपिटर पर
चाचा चौधरी अमरीका में
डायमंड कामिक्स डाइजेस्ट
चाचा चौधरी 8
चाचा चौधरी और शेख इब्नबतूता
चाचा चौधरी और गुलामों की मंडी